খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়।
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায়॥ ৫৯৭

রাজকৃষ্ণ রায়।

আলেয়া—খং।

চর্ম্মচক্ষে রামকে দেখে কি ফল পাব ওহে ভাই।
যাচ্ছি মনে করে আশা যদি জ্ঞান-নেত্রে পাই॥
শুনেছি রাম গুণনিধি, হয়েন পাপীর-প্রাপজলধি,
আছে আশা সেই অবধি, আমি পাপে পূর্ণ ভাই।
হারায়েছি চর্ম্মচক্ষু, তাহে আমার নাহি দুঃখ,
পাছে আবার জ্ঞান চক্ষু, ভবে এসে হারায়ে যাই॥
এ ভবের বাজারে ভাই, কেবল গোল শুনিতে পাই,
কেহতো শুনিতে নাই, তাই রামের কাছে যাই॥
সূক্ষ্ম চক্ষু হারাই পাছে, ঐ ভয় অন্তরে আছে,
এবার তো হারালেম মিছে, সে পক্ষের সম্বল চাই॥ ৫৯৮

হরিপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

কালেঙ্গড়া—কাওয়ালী।

কে তায় সাজাবে জটাধারী,
সোণার অঙ্গে পরিবে বাকল আমরি মরি।
যে রামের পদ-সরোজে, কুশাঙ্কুর ফুটিলে বাজে।
বন মাঝে তার কি যাওয়া সাজে,
ছি ছি এমন কথা আর বলিস্‌নে নিষ্ঠুরা নারী॥
মরি মরি প্রাণ কাঁদে, যে বিধি করিল চাঁদে,
রাহুর আহার সেই বিধি বাদ সাধে,
আমি মরিলে দিস্ রামকে বনে তোর পায়ে ধরি॥ ৫৯৯

হরিপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

———

[দুষ্মন্ত সভায় শকুন্তলার উক্তি।]

(যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন না)

সখি বিজনোরে * যাই।
বাসন্তি কোকিল সনে, মিলাইয়ে লয় তানে,
করিব সঙ্গীত আমি শুনিব তাহাই ;
কি কাজ লো রাজসভায় ?
বিজনোরে যাই।
উষায় মুরলী লয়ে, ঘুমন্ত সে প্রকৃতিরে,
জাগাব যমুনাতীরে গাইয়ে সদাই ;
কি কাজ লো রাজস্থখে ?
বিজনোরে যাই।
স্থলে স্থলে আশে পাশে, শরতে পদ্মিনী হেসে,

---

* বিজনোর—শকুন্তলার জন্মগ্রাম।

নাচিবে, নাচাবে জলে চল চল গাই;
কি কাজ নগরে? গ্রামে
বিজনোরে যাই।

চাঁদমুখ নিরখিয়ে, তপোবন ঘরে গিয়ে
নাচাব হরিণী লয়ে মৃদুল নাচাই';
কি কাজ লো রণতালে?
বিজনোরে যাই।

ফুটিলে মল্লিকা ফুল, করিব কাণের দুল,
বকুলের কণ্ঠহার পরিব সদাই;
কি কাজ রাজ আভরণে?
বিজনোরে যাই।

গোলাপ সীমন্তে দিব, যুথির বলয় পরি,
মালতী কঙ্কন হবে পরিব তাহাই;
কি কাজ কনকে মন?
বিজনোরে যাই।

চাঁপার মেখলা করি, পরিব লো কোটিদেশে
সাজিব বনের মেয়ে, আছিলো যা তাই;
কি কাজ রাণীর বেশে?
বিজনোরে যাই। ৬০০

কামিনীকুমার দত্ত।

বেহাগ—একতালা।

(ও ভাই) ভাবিরে মনে,
বিধি কি এমন হবেন সদয় প্রেয়সী বিরহ সন্তাপিত জনে।

হেরে শিশুদ্বয় মম অবয়ব, জানকী কুমার হয় অনুভব,
কিছু মনে কত হতেছে উদ্ভব সম্ভব তা হবে কেমনে।
লয়ে রাজ্য ভার তুষিতে প্রজায়, উহু মরি বলতে বিদরে হৃদয়,
পঞ্চমাস গর্ভা বিনা দোষে হায়! প্রিয়াকে দিয়াছি বনে।
ভারতে এমন কেবা আছে আর, মমতুল্য করে নৃশংস আচার,
অভিমানে বুঝি প্রেয়সী আমার জীবন ত্যজেছেন কাননে॥

৬০১ অজ্ঞাত।

ভূপালী—কাওয়ালী।

উপায় কি করিব এখন।
সংসপ্তকগণ সহ, অর্জ্জুন করে বিগ্রহ,
দ্রোণ করি চক্রব্যূহ নাশে সৈন্যগণ।
বৃকোদর আদি বীরে, ব্যূহ প্রবেশিতে নারে,
আছে দ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দন।
যদি কেহ ধনুর্ধর, পার শঙ্কটে উদ্ধার,
করি রিপু দর্প চূর করিয়ে প্রধান॥ ৬০২

—— মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

[ভরদ্বাজ মুনির উক্তি।]

সুরট মল্লার—আড়খেম্‌টা।

শ্মশান ভবনে ভব যাঁর ভাবে;
পাব ভবের ধন সে রাঘবে।
হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া,
এ দীনের কি সে দিন হবে।

আমি অতি দীন হীন নিরাশ্রয়,
কর্‌বেন কিহে আমার আশ্রয়ে আশ্রয়,
দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণ পল্লবে।
বন যাত্রা কালে একদিন মম ধাম,
এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
আরবার দয়া করে আস্‌বেন কি সে রাম,
এত দয়া কি সম্ভবে।
তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার,
স্বগুণে গুণ-সিন্ধু অবতার,
দাশরথী বিনে দাশরথীর ভার গ্রহণ কে করে ভবে॥ ৬০৩

দাশরথী রায়।

[বাল্মীকির অন্বেষণ।]

সুরট মল্লার—একতালা।

ওরে লব কোথা লুকালি।
জানকী-কুমার জীবন আমার জীবন বুঝি হারালি॥
তোরে এ সে নয়নে না হেরিয়ে সীতে,
নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে,
জীবন নাশিতে জলে প্রবেশিতে যাবে মনদুঃখে জ্বলি।
একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে সে নীরদ বরণ,
পঞ্চমাস গর্ভে দিয়াছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালী।
দৃষ্টিহীন জনের যষ্টিরে যেমন, তেমতিরে তুই জানকীর সবে ধন,
আর আছে কি ধন কিসের সম্বরণ, করিব লব কি বলি।
(ওরে) দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়,
তপনের তাপ তোরে নাহি সয়,

তপোবন ত্যজে কোন্ বন মাঝে কি খেলা খেলাতে গেলি ॥
বনে বনে তোর না পেয়ে সন্ধান, হ'লরে আমার হত ধ্যান জ্ঞান,
মরিরে আবার হরিসুত আমার, হরিসাধন ভুলালি ॥ ৬০৪

দাশরথী রায়।

[সতীদেহ ত্যাগ সংবাদ শ্রবণে শিবের বিলাপ।]

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

নন্দিরে কার মায়ায় বন্দী হয়ে থাকি এ মন্দিরে।
মহামায়ায় হারালেম কার মায়ায় হয়ে বন্দীরে ॥
দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, তুইত সতীর সঙ্গে ছিলি,
(নন্দিরে) প্রাণ ত্যজিতে কেন দিলি আমার প্রাণের উমারে।
আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী,
বাস বাসে ভাল না বাসি বাসনা হয় অন্তরে।
তবে গৃহে বসতি করি সতী ভার্য্যারই মায়ায়,
হৃদ বসতি ছেড়ে আমার সে সতী আজ রইল কোথায়,
মিছে মায়ায় কেউ কারো নয় নন্দি দেখ মনে করে ॥ ৬০৫

দাশরথী রায়।

[গুহক চণ্ডালের উক্তি।]

বনে গেলিনে বলেরে ভাই ভেবে ছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়েরে রামা মিতে।
আমারে অগণ্য করে, অন্য পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে প্রাণবাণ দান করে হৃদয় পরে,
নতুবা জীবনে যেতেম জীবন সঁপিতে।
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আসব বলে আশা কালে,
সে আসার আসাতে আছি আশা পথ চেয়ে ;

সতত নবঘন রূপ জাগিছে মম অন্তরে,
গগণে হেরি নবঘন 'ক্ষণ ক্ষণ নয়ন ঝোরে',
ভালবাসিরে নিতে তোরে জীবন সহিতে। ৬০৬

দাশরথী রায়।

যোগিয়া ভায়রোঁ।—যৎ।

উমা যাও কি মা হরের নিবাসে।
এসে গিরিপুরে, তিন দিনের তরে, ছিলাম আমি মনের উল্লাসে।
তোমায় নিতে উমা শশি, আজ বিজয়া উদয় আসি,
পুরবাসী নয়ন জলে ভাসে।
মা এ দুখ কি জানে অন্যে, তুমি মোর অন্নপূর্ণে,
তোমাকে তিন দিনের জন্যে এনে এ বাসে।
না পূরে মা মন সাধ, সাধ পুরাতে এ বিষাদ,
পূরে কেবল শিবের সাধ শেষে।
দুখিনীর মুখ চেয়ে, আর দুদিন রও হিমালয়ে,
এবার শিবকে ব'লে ক'য়ে পাঠাও কৈলাসে।
অভাগিনীর কপাল গুণে, এসেন জামাই দিন গুণে,
পাষাণ গুণে বাঁচি প্রাণে শেষে।
(আমি) মৈনাকের শোকে জরা, তুমি মেয়ে দুখপাসরা,
তোমায় পেয়ে হই মা হারা কপালের দোষে।
চেয়ে দেখ্‌গো ওমা তারা, অচল গিরি পড়ে ধরা,
তারা ব'লে নয়ন জলে ভাসে। ৬০৭

শ্রীকান্ত শর্ম্মা।

নিমাই সন্ন্যাস।

দেশ মিশ্রিত—খৎ।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌর সাজে।
দ্যাখ্‌রে প্রেমের খেলা মন আমার,
আনন্দে ভাসল ধরা এল গৌউর চাঁদ,
মন মজালে মোহনবেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
হরিনাম রটল রে দেশে,
প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদ-রাজিব রাজে,
দাঁড়া'বে বাঁকা হ'য়ে হৃদয় মাঝে,
দ্যাখ্‌রে প্রেমের খেলা মন আমার॥ ৬০৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিভাস—একতালা।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী, শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই।
কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী, মেরি, কাঁহা হামারি রাই॥ ৬০৯ ঐ

বিভাস—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।

রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই,
এবার গোঁউর হ'য়ে ধর্‌বো পায়ে, আরত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই।
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরে ত মন বসে না॥ ৬১০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

টোরী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ,
নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার-ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস-রস-বিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রান কারণ॥ ৬১১ ঐ

বিভাস মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর কোরে,
আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই॥ ৬১২ ঐ

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

দে গো ভিক্ষা দে।

আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে॥

ওমা ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি;

ওগো তাইত আসি দেখ মা উপবাসী,

দেখ মা দ্বারে যোগী, বলে রাধে রাধে॥

বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,

একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,

আঁখিনীর মিশে নীরে,

চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদুনাদে॥ ৬১৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামন-রূপধারী।

গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী,

জয় রাধে শ্রীরাধে॥

ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ,

উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী, উন্মাদ রতঙ্গ,

দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী;

ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী।

জয় রাধে শ্রীরাধে॥ ৬১৪ ঐ

টোরী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন।

মায়া ঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥

কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের অরুণ তপন॥ ৬১৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥ ৬১৬ ঐ

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই॥
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এলো, কোথা গেল এসে দেলো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না কৃষ্ণ আন না,
বলো বলো তারে রাধে প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই॥ ৬১৭ ঐ

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক শারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়,
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী॥ ৬১৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈঁরো মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ ৬১৯ ঐ

ভৈঁরো মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই॥
বলরে হরি বোল, প্রেমিক হরি প্রেম দিবে কোল,
তোল্‌রে তোল হরি নামের রোল;

পাওনি প্রেমের সাধ, ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরবি হৃদয় চাঁদ;
ওরে প্রেমের তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥ ৬২০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম হরি বল না।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'ল না॥
পাপী তাপী নাইক রে বিচার,
হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতুয়ারা, মিছে মদে ভুলনা॥ ৬২১ ঐ

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

উপদেশ সূচক।

ইমন—আড়াঠেকা।

ভুল না নিবাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্ম-তরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন।
নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন॥
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ॥ ৬২২

রাজা রামমোহন রায়।

ইমন কল্যাণ—তেওট।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ৬২৩ ঐ

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়॥ ৬২৪

রাজা রামমোহন রায়।

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কে বা আন কাকে, এ কি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁ'রে এ কি অবিচার।
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁ'রে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥ ৬২৫ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ,
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ-হীন
নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর,
অন্তরাত্মা অগোচর।

সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
একমাত্র নিরাময়।
উপমা-রহিত, সর্ব্বজনহিত,
ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল,
পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
ভ্রমেণ নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দু'পরি, শিল্পকার্য্য করি,
দেন রূপ চমৎকার।
পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
সেই ভাবে সব রয়।
আহার উদরে, দেন সবাকারে,
জীবের জীবনদাতা।
রস-রক্ত-স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে,
পানহেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার-প্রসঙ্গ,
হয় যাঁ'র নিয়মেতে।

সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর,

ভাব মনে বিধিমতে॥ ৬২৬

রাজা রামমোহন রায়।

ইমন কল্যাণ—ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।

পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং॥

চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।

স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং॥

দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।

যস্ত ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ॥

ভবতি ততোজগতোস্য বিকাশঃ।

স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ॥

যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।

ভবতিপুনর্ণগুচামবিরোহঃ॥

যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।

জগতি পরং শরণং শরণানাং॥ ৬২৭ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী।

শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন।

দিন তো মিছা গেল ব'য়ে!

ইন্দ্রিয় দশ, হ'তেছে অবশ,

ক্রমেতে দিবস যায় ফুরা'য়ে।

এ কি অনুচিত সত্যে নাহি প্রীত,

বিষয়ে মোহিত র'য়েছ হ'য়ে।

সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর,
তাঁহ'তে অন্তর, আছ ভাবিয়ে।
সৃজন-কারণ, জীবের জীবন,
তিনি এক হ'ন, দেখ বুঝিয়ে।
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্বক্ষণ,
আত্মপরায়ণ, থাক রে হয়ে॥ ৬২৮

নীলমণি ঘোষ।

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পারাবার,
বিনা জ্ঞান-তরণী বিবেক-কর্ণধার।
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছুর্নিবার॥ ৬২৯

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

মালকোষ—আড়াঠেকা।

ওহে পথিক মন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হ'য়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।

যে দেখ ইন্দ্রিয়-গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্মতত্ত্ব-নিজধাম, কর তা'র অন্বেষণ।
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড় ভূতের উপদেশে,
ভ্রম কেন অন্নুদ্দেশে, দেশে দেষ কি কারণ॥ ৬৩০

নীলরতন হালদার।

প্রাতঃকাল।

ললিত—ঢিমা তেতালা।

অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়ে মন বারেক তাঁরে ভাব না।
জলে স্থলে শূন্যে, যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁ হ'তে হ'তেছে এই সংসার কল্পনা॥ ৬৩১

কালীনাথ রায়।

বেহাগ—একতালা।

পর নিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা॥
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না।
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর্ম্ম আভরণ,
সফল হ'বে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা।
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি,
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম-উপাসনা। ৬৩২

নিমাইচরণ মিত্র।

সায়ংকাল।

কেদারা—কাওয়ালী।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস র'বে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥ ৬৩৩

ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে॥
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন-আসনে,
রাখিতে তাঁ'রে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
যাঁ'র তাঁ'র লাভ ব্রহ্মধাম॥ ৬৩৪

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে;
প্রখর বুদ্ধি না পে'য়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;

প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি

যে জন যায় নাহি ফেরে ॥ ৬৩৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুকব—আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চিরসুহৃদে,

ভুল না চিরসুহৃদে।

ধন প্রাণ মান সকলি যাঁহ'তে,

এমন সুহৃদে কেন ভোল।

থেক না থেক না তাঁহ'তে অন্তর,

তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল ;

চিরজীবনসখা, চির-সহায়ে,

করুণা-নিলয়ে, কেন ভোল ॥ ৬৩৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জননী-সমান করেন পালন,

সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ-নীর,

দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী সাধু অসাধু,

দিবেন সবারে মঙ্গল-ছায়া ;

কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা,

ল'য়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে ॥ ৬৩৭

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরট মল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন,
ভুলি'ছ আপন জনে?
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন,
গোপনে অতি যতনে;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শান্তি হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসীগণে;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে॥ ৬৩৮

——— অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান;
ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁ'রে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥ ৬৩৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

ভুলো না ভুলো না,
প্রাণসখারে ভুলো না, যাতনা রবে না।
যাঁর প্রেমে-মুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
সুধাধার জ্যোৎস্না।
কতবার প্রেমভরে, দাঁড়া'য়ে হৃদয়দ্বারে,
ডাকি'ছেন তোমারে সুমধুর স্বরে;
কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
শুনিয়েও শুন না ॥ ৬৪০

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ! যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে,
ক্ষুদ্রকীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে আহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ।
এমন দয়াল পিতা কোথা পা'বে আর,
যিনি দীন দরিদ্রের ল'ন সমাচার,
গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ও রে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ॥ ৬৪১

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

আলেয়া ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ও রে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাব আর;
ও রে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ-গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না,
কলুষ-কুম্ভীর-পানে ফিরেও চাহিও না;
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলো না,
কিছুতেই কিছু হ'বে না;
যদি পড় রে আবর্ত্ত-জলে, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
বলো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার।

চেয়ে দেখ হ'লো বেলা অবসান,
মিছে কাযে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ,
দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান,
বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ ;
ও রে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পা'বে উদ্ধার ॥ ৬৪২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

রামপ্রসাদী সুর।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে।
হবে সংসারী-বৈরাগ্য হ'তে ॥
উদাসীন বৈরাগী হ'লে কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে ;
সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায় সে মরে দুঃখ-পিপাসাতে।
অর্থনাশ বা স্বজন-বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে ;
যা'রা হ'য়েছে শ্মশানবৈরাগী সুখ নাই তা'দের অন্তরেতে।
বিরক্ত-বৈরাগী হ'লে পা'বে না সুখ কোন স্থলে,
সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যে'ও না মরুভূমিতে।
"মর্কট-বৈরাগ্য" তুমি করো না মন লোক দেখা'তে
ও রে "স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং প্রাজ্ঞৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে।" ৬৪৩

কুঞ্জবিহারী দেব।

বেহাগ—আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর,
অমৃতসাগর বিনা ?

ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয়-বিষের কুণ্ডে,

করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তা'র।

ও রে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,

কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হ'য়ে শান্তিহারা ;

অমৃত-সাগরে যাও, যা'বে তাপ পা'বে শান্তি,

সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥ ৬৪৪

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ললিত বিভাস—একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,

জান না রে মন আমি পুত্র তাঁ'র।

সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,

পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।

আমার পিতার রাজ্য সমুদয়,

আমারে কে বা দিতে পারে ভয়,

এ ভবসংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে ;

পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।

পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,

বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,

বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায় জল রে ;

তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥ ৬৪৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।

ভজ রে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে।

বিভু-পাদপঙ্কে-সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে,
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে॥ ৬৪৬

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁ'র নাম গান;
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁ'র হে মহিমা-জলন্ত-জ্যোতি,
জগত করে হে আলো;
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি,
সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি;
যাঁ'র প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে
সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে,
জলগর্ভে কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁ'র, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন, পরশরতন,
সেই নয়ন-অনিমেষ;

নিরঞ্জন সেই, যাঁ'র দরশনে,

নাহি রহে দুঃখ-লেশ হে ॥ ৬৪৭

—— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন

ব্রহ্ম-সনাতন পাতক নাশন।

এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক ;

কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।

সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা,

বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা ;

যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,

বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ॥ ৬৪৮

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।

শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁ'র।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার ;

সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁ'র সাথ।

না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান ;

সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ,

ছাড়ি বা'র অনায়াসে, তাঁ'রে করিব দান ॥ ৬৪৯

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁ'র বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁ'র নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁ'র গগনে গগনে,
কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁ'র পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁ'র নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁ'র শান্তিরূপে, ভকত-হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার মহিমা যাঁ'র হয় অপার,
যাঁ'র শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি-বচন হারে। ৬৫০

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টোরী—আড়াঠেকা।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভবতারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে॥ ৬৫১

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর—একতালা।

পুরবাসী রে,
তোরা যা'বি যদি অমৃত-নিকেতনে চলে আয়।
থাকুক যথা আছে ধনজন,
আর সে ছার ধনে কায নাই।
তো'দের মর্ম্ম-ব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হ'বে,
এক বার দেখলে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কত দিন সে মায়েরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে,
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে,
ডেকে ডেকে ফিরে যায়॥ ৬৫২

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়॥

বাউলের সুর—একতালা।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাসে, যেতে স্বদেশে।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন ;
কবে যা'বে জ্বালা প্রাণ জুড়া'বে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাকব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে,
আর ফিরা'ব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন ;
যা'বে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে॥ ৬৫৩

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

বাহার—একতালা।

গাও রে আনন্দে আজ ভববিপাকভঞ্জনে।
ডালি দেও প্রাণ মন, তাঁ'র নামকীর্ত্তনে॥
নিখিল ভুবন লেখন যাঁ'র, যাঁ'র প্রেম-চিন্তনে
অমিয়ার ধার উথলে আপনি, হৃদয়পদ্মসদনে ;

গাও আজ তাঁর গীত, চিতপিয়াসপূরণে,
জগত মাতাও ঘোষি, জগত-জীব-জীবনে॥
মধুর মূরতি ভাতি'ছে যাঁর, গগনে মৃগলাঞ্ছনে,
স্তুতির লহরি বিপিন-মাঝে, বিহগ-কণ্ঠ-নিঃস্বনে;
হৃদয় ভরিয়ে ডাক রে সেই, ভকতহৃদয়রঞ্জনে,
না রবে সন্তাপ পাপ, নিরখি আঁখি-রঞ্জনে॥ ৬৫৪

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পিলু—যৎ।

দুর্লভ যৌবনকাল করো না বৃথা ক্ষেপণ।
বল কবে আর তবে করিবে ধর্ম্ম অর্জ্জন॥
বাল্য বাল্য-ক্রীড়াচ্ছলে, গে'ছে রে মন বিফলে,
তেমনি যৌবনকালে, করিবে কি বিসর্জ্জন।
হইলে শরীর ক্ষীণ, বার্দ্ধক্যে ফুরা'লে দিন,
ও রে মন অর্ব্বাচীন, বিফলে যা'বে জীবন।
শুন রে বিধান শুন, করি সদা প্রাণপণ,
পরব্রহ্ম উপাসনায়, হও রে হও মগন॥ ৬৫৫

অজ্ঞাত।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন;
গাও তাঁ'রে গায় যাঁ'রে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি করে, যাঁর নাম-সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।

ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন।
হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে, হও রে মগন॥ ৬৫৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

জাগি দেখ রে কে তোর হৃদয়-কুটীর-দ্বারে।
ও রে ব্যাকুলিত জগজ্জন যাঁ'রে দেখিবার তরে॥
হ'য়ে জগজ্জন-পিতা, জগতের পালয়িতা,
তোর কাছে প্রীতি-ধন, চাহি'ছেন বিনয় করে।
ত্রিভুবন যাঁর দ্বারে, দিবানিশি ভিক্ষা করে,
সেই রাজরাজেশ্বর, আজ রে হৃদয়-দ্বারে।
দেখে তোরে জন্মদুখী, করিবারে চিরসুখী,
আজ শুভদিন দেখি, এসেছেন কৃপা করে॥ ৬৫৭

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বেহাগ—খং।

গৃহধর্ম্ম-নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন।
পবিত্র তীর্থ এ সংসার-তপোবন॥

প্রেমের আধার গৃহ পরিবার-বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ জঞ্জাল, বিষয়ের তমোজাল
যোগবলে করিয়ে ছেদন ;
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবন-মুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, শম দম ক্ষমা শান্তি,
সযতনে করিবে পালন ;
সুখ-দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে,
দয়াময়-নাম-মন্ত্র করিবে স্মরণ ॥ ৬৫৮
—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাই'ছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।
জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ ;
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয়।
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম ;
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে ;
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয় ?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ ;
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥ ৬৫৯
—— আনন্দচন্দ্র মিত্র।

প্রভাত-সঙ্গীত।

ভৈরব—ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জগদীশ জগতারণ হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর,
তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীনহীন জনার হে॥ ৬৬০

হরলাল রায়।

ললিত—আড়া।

অয়ি সুখময়ি ঊষে, কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসি'ছে সবে,
কে শিখা'ল এই হাসি, কে বা সে যে হাসাইল?
ভুবন মোহিত করি, গাই'ছ বিপিনে কা'রে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি'ছ যাঁ'রে?
কমল-নয়ন মেলি, কা'র পানে চে'য়ে আছ,
কা'র তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্রু নিরমল?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশনমাত্র পাইল নবজীবন;
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও দেখি তাঁ'রে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল॥ ৬৬১

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আসোয়ারি—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্তহারী ;
ডাকো রে নাথে বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি ॥ ৬৬২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরব—একতালা।

প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,
সরোজবান্ধব সমুদিতপ্রায়,
ঝলসি'ছে নব নীল নীরদ,
দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব,
নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন,
উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন,
যাঁ'র কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁ'র হায় রে এখন,
হের না কেন নয়নে।

পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ,
পরিতৃপ্ত হ'বে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে,
সঁপ রে তাঁ'র চরণে ॥ ৬৬৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

টোরি—আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইলা শুভ্র-বসনা উষা।
মগন হও রে অমৃত-সাগরে।
চিরদিন তাঁ'রে রাখ হৃদয়ে;
কেহ তাঁ'র সমান, চখে দেখে নাই,
শুনে নাই শ্রবণে ॥ ৬৬৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধ্যা ও রজনী সঙ্গীত।

পূরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সমস্বরে ডাক সেই পরাৎপরে।
ডাক তাঁ'রে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁ'রে প্রাণ ভরে।
শুভ সন্ধ্যা-সমাগমে, মগ্ন হও সেই নামে,
বাজি'ছে যে নামধ্বনি গগনে গিরি-কন্দরে।
সবে মিলে শান্ত চিতে, ভজ সে অচ্যুতাচ্যুতে,
ভজনা হই'ছে যাঁর গৃজ্জা মসজিদ মন্দিরে ॥ ৬৬৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ললিত—জলদ তেতালা।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি!
নিদ্রা নাই কি মা তো'র চখে, ও প্রসন্নবদনি।
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
সুষুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী॥
অধম তনয়ে মা গো, কেন তো'র এত করুণা,
সতত নিকটে বসে থাক অকারণে;
বুঝে'ছি বুঝে'ছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিচর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি॥
বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
অগণ্য তনয়পাশে, জাগি'ছ একা;
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি! ৬৬৬

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি মধুর বেণুরব লা'গি'ছে শ্রবণে,
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামসি-নিশীথে!
এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আহ্বান,
ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥ ৬৬৭

রাজনারায়ণ বসু।

বসন্তবাহার—যৎ।

আজ কেন পূর্ণশশী উদিল আকাশে।
অগণ্য তারকাবলী ল'য়ে চারি পাশে॥
তরুগুল্মলতাবলী, নবপত্রে শোভাশালী,
কেন আজ সুগন্ধ বহে মলয়-বাতাসে।
ঝিল্লিগুলি তার স্বরে বিভুগুণ কীর্ত্তন করে,
সুকণ্ঠ বিহঙ্গ গায় প্রেমোচ্ছ্বাসে।
এরা কি দেখিল কি পাইল কা'র প্রেমে উন্মত্ত হ'ল
আজ সকলেই মজিল কি রে বিভু-সহবাসে।
চন্দ্র সূর্য্য জলে স্থলে, আকাশে মেঘপটলে,
আজ সবাকার অন্তরালে ব্রহ্মজ্যোতি ভাসে।
প্রেমিক ভকতবৃন্দ, ল'য়ে মধুর মৃদঙ্গ,
গাই'ছে সধার প্রেম মনের উল্লাসে॥ ৬৬৮

দুর্গানাথ রায়।

বিভাস—কাওয়ালী।

নিশি গো! কোথা যাও চলি,
তিমির-ঘোমটা খুলি কাহার ভাবেতে ভুলি? (ধুয়া)
চন্দ্র অধোমুখে মধু হাসি হাসি,
বিহঙ্গ-রবে প্রেম-ভাব ভাবি ভাবি,
লাজেতে আধমুদিত-নয়ন কুমুদকলি।
গলে দোলে রজনীগন্ধার মালা,
রজনী সজনী কা'র ভাবে উতলা,
তারাভ্র অলঙ্কার আর কত উজলা।

শিরে শোভে প্রভাতিক তারামণি,
কা'র গুণ ঘোষিতেছে সদা ধনী,
পূর্ব্ব দিকে সুরক্তিম লাবণ্য ছটাবলি ॥ ৬৬৯

মদনমোহন মিত্র।

স্বভাব সঙ্গীত।

পরজ—ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি-খচিত অম্বর কি শোভে।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জনে।
সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে ॥ ৬৭০

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরজ—চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা;

রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে,
সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥ ৬৭১

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌড়মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁ'রে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥ ৬৭২ ঐ

আলেয়া—আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন;
নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভি'ছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন;

মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ ;
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥ ৬৭৩

— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

[নানকের গীত, বাঙ্গালা অনুবাদিত।]

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন, তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥ ৬৭৪

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজা'য়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে,
তা'র উপরে তোমার নামটি দিয়েছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমারি দয়াল নামটি লেখা,

সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ-তুল্য গগন-মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝল মল,
তা'র মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু-নাম তায় অঙ্কিত ক'রেছ।
জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
অনন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ম্ময়-নামে জগৎ দেখা'তেছ।
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখে'ছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ।
হৃদয়ে লিখেছ হৃদয়-বল্লভ,
প্রেম-সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
তন্নামে অঙ্কিত তোমারি ত সব,
হাতে কলমেতে ধরা যে প'ড়েছ॥ ৬৭৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

তরু বল রে বল ও তরু বল রে।
কে তোরে সাজা'লে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে॥

ছিলি এক কণার মত, হ'লি তায় হস্ত শত,
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে ;—
ও রে বল রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন-ভেদ ক'রে যাস ঊর্দ্ধ দেশে,
হ'লি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচল রে।
এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া-র'য়ে,
কি ভাবিস নীরব হ'য়ে, ভাব দেখে বিহ্বল রে ;—
ও রে ত্যজ্য ক'রে ভোগ-বাসনা,
তরু করিস রে কার যোগ-সাধনা,
কি জন্যে যোগীজনা সার করে তোর তল রে।
অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে,
কার গুণ গান রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে ;—
কেন, দেখ্‌তে পাই রে প্রভাত হ'লে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন-জলে,
না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে।
শাখি তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে,
প্রেম-ভরে মাথা নড়ে, ঝরে পাতাদল রে ;—
মাথা নোয়ায়ে কারে, তরু, প্রণাম করিস বারে বারে,
কি জানাস্ কর-যোড়ে হ'য়ে সচঞ্চল রে।
পরহিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,
ব'লব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্মবল রে ;—
আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে।

রূপগুণ ভঙ্গি ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে,
মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে;—
বল রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিলে ছত্রে ছত্রে,—
এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥ ৬৭৬

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলা'লে যে কোথা আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে,
এই সে বলে ধরি যাঁ'রে,
বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে
আর কি মন ফিরে আসে?
বল্ দেখি রে তরু লতা,
আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?
বল্ রে বল্ বিহঙ্গকুল,
তোরা কা'র প্রেমে হ'য়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশ্যে?
বল্ দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,

ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কা'র অনুরাগে মিসে?
পেয়ে বুঝি রত্নবর
সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর,
তাই উত্তাপ তরঙ্গ তুলে,
নৃত্য করিস্ উল্লাসে॥
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে এমন প্রেম ত দেখি না রে,
দেখা পেলে সুধাই তা'রে, কেন সে ভালবাসে।
কোথা আছ দেখা দেও, করুণা নয়নে চাও,
হৃদয়-সখা সাধ পূরাও, প্রকাশি হৃদিবাসে॥ ৬৭৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—আড়া।

গোপগিরি রে একি শোভা দেখা'লি নির্জ্জনে।
দেখি নাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে, নির্জ্জন বন-মাঝারে,
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দ গমনে॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলে'ছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে।
তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ুভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে।
এ বিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিনু ভাব-সাগরে,
ফিরিতে পুনঃ সংসারে চাহে না যে মনে।

সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়নরঞ্জনে ॥ ৬৭৮

শিবনাথ শাস্ত্রী।

[হিমালয় দর্শনে।]

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে,
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে।
অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অনুপম,
অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে।
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ বিস্তার।
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে।
কটিতটে মেঘবাস, বিজলির পরকাশ,
যেন দীপ্তি চন্দ্রহাস বীরঅঙ্গে শোভা করে।
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ,
ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে।
মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে।
বল বল গিরিবর ভাব কা'রে নিরন্তর,
কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ঝরে ॥ ৬৭৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

[পর্ব্বত।]

বিভাস—আড়াঠেকা।

গিরিবর! কা'র লাগি, আছ হে অচল হ'য়ে।
স্পন্দহীন কলেবর, কাহারে ধ্যানে ধরিয়ে ॥

মস্তক উন্নত করে, কা'রে দেখ চরাচরে,
বলিয়ে বারেক মোরে, জুড়াও তাপিত হিয়ে।
শিরেতে দেখি তুষার, বোধ হয় জটা-ভার,
ধরিয়ে যোগীর বেশ, পূজ নিত্য-নিরাময়ে॥
তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নিঝরে ঝরি,
নদীরূপে বোধ করি, যাই'ছে বহিয়ে।
ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,
তোমার সহিত মিলে, পূজি অশোক অভয়ে॥ ৬৮০
বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[সিন্ধু।]

সরফর্দা—আড়াঠেকা।

ও হে সিন্ধু! তুমি হ'য়ে অগম্য অপার।
করিতেছ দিবা নিশি, কাহার যশঃ প্রচার॥
অতুল প্রভাব ধরি, আছ হে ধরায় ঘেরি,
রত্ন-রাজি গর্ভে করি, আজ্ঞাকারী আছ কা'র,
জল-জন্তু নত শিরে, লতা-গুল্ম, পুষ্প-ভারে,
পূজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কা'র।
নদ-নদী-সরোবর, লঙ্ঘিয়ে গিরি প্রান্তর,
সেবিতেছে নিরন্তর, কে সেব্য বল তোমার।
সুনীল হৃদি-আসন, করি সদা প্রসারণ,
করে'ছ বক্ষে ধারণ, বল কা'রে একেবার।
ক্ষণেক প্রশান্ত ভাবে, মগ্ন কা'র প্রেমার্ণবে,
ক্ষণেক গভীর রবে, মহিমা গাও কাহার।

অনুভব হয় এই, তোমার উপাস্য যেই,
ভূমা জগদীশ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার!
অব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ ঊর্ম্মি-ভরে,
স্তব-প্রণিপাত তাঁ'রে, করিছ কি বার বার।
তব ভাব নিরখিলে, পাষাণ-হৃদয় গলে,
ভাসে নেত্র অশ্রুজলে, বিভু-প্রেমে অনিবার॥ ৬৮১
—— বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[পক্ষী।]
(দিবা অবসান হল—সুর।)
পূরবী—আড়াঠেকা।

গাইতেছ কা'র যশঃ সুমধুর-তানে।
বল হে বিহঙ্গদল, বিজন কাননে॥
নিষ্ঠুর মানব সব, করে নানা উপদ্রব,
তাই কি তোমরা সব, এসেছ এখানে।
বসি সবে উচ্চ ডালে, মনের দুয়ার খুলে,
মগন হ'য়েছ বুঝি, ব্রহ্ম-যশঃ-গানে।
এই হেতু সাধুজন, ত্যজি গৃহ পরিজন,
করিতে ধ্যান ধারণ, আসেন এ স্থানে।
শুনিয়ে সঙ্গীত-তান, দেখিয়ে সাধন-স্থান,
আর নাহি মন প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে॥ ৬৮২ ঐ

[চন্দ্র।]
সাহানা—আড়াঠেকা।

যে সৃজিল শোভাময় শশধর তোমারে,
না জানি সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে!

বারেক তোমায় দেখি, জুড়ায় যুগল-আঁখি,
না জানি হয় কত সুখী, মন-আঁখি হেরে তাঁরে।
পাইয়া তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুগণ,
তাঁর জ্যোতিঃ পেলে মন! সে কি আর মরণে ডরে।
দেখিলে তব উদয়, সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়,
উথলে যে এ হৃদয়, দেখিলে সেই সুধাকরে।
বল বল কোথা যাই, কেমনে তাঁহারে পাই,
বিরলেতে তাই সুধাই, সদা সকাতরে ॥ ৬৮৩

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[সূর্য্য।]

(তোমারি করুণায় নাথ—সুর।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে ॥
প্রকাশি তুমি গগনে, জাগাইলে জীবগণে,
পূরিলে জ্যোতি জীবনে, এ বিশাল সংসারে।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যায়,
কা'র যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নির্জ্জীবে দাও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাঝারে ॥ ৬৮৪ ঐ

[নদী।]

ভৈরবী—একতালা।

কোথা যাও স্রোতস্বতি! বল গো আমারে।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে?

সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগ-ভরে।
বাধা বিঘ্ন নাহি মান, ত্যজি দম্ভ-অভিমান,
নম্র-ভাবে ধাবমান, হও কা'র তরে।
গিরি-শিরে করি বাস, পূরিল না অভিলাষ,
তাই বুঝি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিন্ধু তীরে?
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণ ভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল স্বরে? ৬৮৫

——— বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

[পুষ্প।]

(কে গো বসে অন্তরালে—সুর।)
খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কোথা পেলে এ সুহাসি।
কাহার কোমল করে,
পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি।
নিভৃতে নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখলে এ হাসি নয়নে, মোহিত হ'ন যোগী ঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে,
হেসে হেসে ঢলে ঢলে, কার কোলে পড়িছ খসি।
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,
হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চির বিলাপ,
করে দেও তাঁর সঙ্গে আলাপ যিনি আছেন অভ্যন্তরে পশি।

যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভাল বাসি ॥ ৬৮৬

কুঞ্জবিহারী দেব।

সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক সঙ্গীত।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর;
অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর।
যা'র প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তা'র মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥ ৬৮৭

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হ'বে অবশ্য মরণ;
তবে কেন এত আশা এত দম্ভ কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যা'তে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হ'বে তা'র মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ ॥ ৬৮৮ ঐ

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব্ব গুণে গুণাকর॥
রাথ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর।
কিন্তু দেথ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যা'বে,
অবশ্য ত্যজিতে হ'বে কিছু দিন অন্তর।
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥ ৬৮৯

রাজা রামমোহন রায়।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে॥
শ্যাম কেশ শ্বেত হ'বে, ক্রমে সব দন্ত যা'বে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হ'বে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্র ভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জনে॥ ৬৯০ ঐ

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কা'র কে তোমার কা'রে বল রে আপন।
মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখি'ছ স্বপন॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পালা'বে তা'রা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন ;
ধন যৌবন মান, কোথা র'বে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৬৯১

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভব-নদী করে'ছ কি আয়োজন ?
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তা'য়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারা'য়েছ তত্ত্ব-জ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ ॥ ৬৯২

অমৃতলাল গুপ্ত।

(পিতঃ ক্ষম অপরাধ—সুর।)
বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর ॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হ'য়ে শবাকার ;
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।

এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়।
সর্ব্ব-লোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার॥ ৬৯৩

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ভৈরবী—তেওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখি'ছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরা'বে।
কাল-শয্যায় শু'য়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে;
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটা'বে॥
স্নেহময়ী জননী, হারা'য়ে নয়ন মণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে।
প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন-জলে ভাসা'বে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে;
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে॥ ৬৯৪

দীনেশচরণ বসু।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এমন দিন না র'বে তা জান।
এসেছিলে একেলা একা যাইবে॥
চির দিন রহিবে যে ধন,
সেই ধনে রাখ যতনে॥ ৬৯৫

——— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়া—একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ।
সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন,
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন,
এ মহাপাপীর জলন্ত জীবন॥ ৬৯৬

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বেহাগ—যৎ।

এক দিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্‌বে না।
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চল্‌বে না॥
নাম ধরে ডাকবে সবে শ্রবণে তা শুন্‌বে না;
পুত্র মিত্রে জগৎচিত্রে, নেত্রে নিরখিবে না।
অসাড় হ'বে এ রসনা, আস্বাদন আর করবে না;
ভাল মন্দ কোন গন্ধ, নাসিকাতে ল'বে না;

রাজসিংহাসন, ছাই মাটি বন, সে বিচার আর র'বে না;
বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা জানা'বে না।
হবে সাঙ্গ অবসাঙ্গ সঙ্গে কিছুই যা'বে না;
তাঁরে এই বেলা ডাক ডেকে নে রে, ডাকতে সময়
মিলিবে না॥ ৬৯৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাবসূচক সঙ্গীত।

(মধুকানের সুর—কাওয়ালী।)

মা আমারে কর কোলে;
কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।
স'য়েছি যাতনা যত, বলে তা জানা'ব কত,
জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার,
ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদকমলে॥ ৬৯৮

দীনেশচরণ বসু।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুধার ভাণ্ডার তুমি জগতজননী।
চির প্রেমময়ী গতি-মুক্তিদায়িনী॥
তোমার ভকতগণ, কেমন প্রেমে মগন,
তব প্রেমরসপান করিয়ে হইয়াছে সুশীতল;
তাই তারা নিশি দিন, প্রফুল্ল প্রসন্নানন,
গভীর প্রশান্ত তাঁ'দের হৃদয়, কোমল তাঁ'দের প্রাণ;
মুখেতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধকান্তিনী।

চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ ;
পাপীর হৃদয়াসন, কর গো মতি গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, দুখ শোক পাসরিয়ে,
তুমি গো মা সন্তানের দুঃখহারিণী ॥ ৬৯৯

—— যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে, জননী! স্নেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করে'ছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল ? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল ?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল ?
কে করিল শান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে ?
কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব ॥ ৭০০

—— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কিবা নিরানন্দ।
তবে মা মা কষ্টে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাই'ছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে ;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥ ৭০১

—— শিশিরকুমার ঘোষ।

আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাসূচক সঙ্গীত।

(বাউলের সুর—একতালা।)

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা ;
ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না।
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয়ভাব বই,
নাথ ! আমি তোমায় ভুলে থাকি,
কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।
নাথ ! আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না ;
তুমি আমায় রাখতে চাও সুখে,
কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥ ১০২

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ শাসনে ॥
অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে ;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যা'ক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম-সাধনে ॥ ১০৩

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি ;
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার মহিমা দেখি না থাকি একাকী ॥ ১০৪

গৌরমোহন সরকার।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা মাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব-সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার ;
প্রপঞ্চ-বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ,
তুমি সকলের মূলাধার ॥ ১০৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—রূপক।

নাথ! কি দিব তোমারে ;
সকলি তোমার, আছে কি আমার।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাসিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥ ১০৬ ঐ

আশা—ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি;
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি-চন্দ্র'পরে, জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যাণ;
জগতপিতা, জগত-পালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান॥ ৭০৭

——— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুলতান—তেওট।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার॥ ৭০৮ ঐ

———

রামকেলী—কাওয়ালী।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব-সংসারে।

সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে,
জীবন মৃত্যুসমান;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥ ১০৯

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন;
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা)
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি,
দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয়-মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন,
লজ্জাভয়-নিবারণ ॥ ১১০ অজ্ঞাত।

ভূপালী, ইমন ও বিভাস মিশ্রিত—তেতালা।

কত দয়া তব মানবে।
দয়াময় হে, অনন্ত তোমার দয়া,
অন্ত কে করিবে ভবে।
তব দয়া পদে পদে, বিপদ-সুখ-সম্পদে;
কিন্তু হে বিপদে বুঝে, কেবল প্রেমিক সবে।

এই যে পাপ-শাস্তি সকল, এও তোমার স্নেহের ফল,
এ ফল জীবনে কেবল সুমধুর রস স্রবে ॥ ৭১১

আদিনাথ দাস।

মূলতান—চৌতাল।

তাঁ'র গুণে পূর্ণ জগত;
ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁ'র
মহিমার কণিকা।
যাঁহার করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন-পালক দয়াল দুর্ব্বল-বল তিনি রাজ-রাজা।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,
অনুক্ষণ শোণিত-ধারে, নিশ্বাসে বায়ুতে;
তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার,
করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ,
তাপে শান্তি-নীর ॥ ৭১২

হরলাল রায়।

ভৈরবী—খং।

প্রভু কোথা হে পাইব তুলনা তোমার।
তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আঁধার ॥
পাপী বলে ঘৃণা করে, ত্রিজগত ত্যজে যা'রে,
কোলে নিয়ে তুমি তা'রে কর ভবে পার ॥
কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্ব্বস্ব তার,
তাই দীনবন্ধু-নাম, গাই'ছে সংসার ॥ ৭১৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

হম্বট—একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন,
তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান।
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়,
জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ-জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়,
পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ-প্রধান।
এই ত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন,
এই ত দয়াল প্রভু, হৃদয়রতন,
প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর,
কোথা যা'ব আর করিতে সন্ধান?
এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন,
সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা,
শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ,
প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন,
হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান। ৭১৪

দুর্গানাথ রায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে ;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদে করি'ছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে,
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে ;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে ;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥ ৭১৫

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু কর হে পাপ মোচন।

পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন-ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন॥ ৭১৬

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বাউলের সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তা'র না পাই বেদ পুরাণে।
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয়বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা;
তোমার এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে (কিসের জন্যে)।
ও হে শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে,
তুমি হ'বে কেউ আমার (হে), আপনার হ'তেও আপনার,
আপনার না হ'লে মন কি টানে (তোমার পানে)॥ ৭১৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

মুলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিভো)।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।

সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ-অন্তরে, তোমারে পা'বার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে, রোপিয়াছ জ্ঞান-বল॥ ১১৮

—— গোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভৈরবী—আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে;
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥ ১১৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

অনুতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক সঙ্গীত।

ললিত—সওয়ারী।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।

কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে সে জ্ঞানে যা'তে তোমায় না পাই ॥ ১২০

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশ—তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ!
সম্পদকালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে,
চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥ ১২১

—— ঐ

বেলাওয়ার—আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে কাতরে, দীনহীন আমি।
রোগে কাতর, শোকে আকুল,
মলিন বিষাদে ॥ ১২২ ঐ

——

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারি।
সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে,
কুসুম করে গন্ধদান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার,

তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার ॥ ১২৩

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধুরা—খাম্বাজ।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমারি;
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার ॥
অভয় মূরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ১২৪ ঐ

আশা—ঠুংরি।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু-পানে;
না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু,
চায় কি সে জলপানে?
সেই তব সুবিমল প্রেমমুখ-ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেষে;
সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম,
পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল সুমধুর তানে ;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,
দুঃসহ তপ জপ দানে।
পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে ;
তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব-বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন,
অনুচর র'ব তব পাশে ;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম ল'য়ে,
পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব,
অক্ষত রিপুর প্রহারে ;
তব করুনাতরি করি অবলম্বন,
যা'ব ভবার্ণব-পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইব সখা হে ;
মঙ্গল-কার্য্য তোমার সমাপিয়ে,
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ১২৫

—— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সরফরদা—আড়া।

এমন কি হে দিন যা'বে চিরকাল,
আর সহেনা সংসার-যাতনা।

তোমা বিহনে কে আছে আমার,
গতিহীনে ত্যজো না ॥ ৭২৬

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে;
তাঁ'রে যেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি ছায় ভুবন।
ধায় তাঁহারে সর্ব্ব লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়,
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি যে কৃপা-আনন্দ,
আর কা'র দ্বারে যা'ব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥ ৭২৭

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন্—কাওয়ালী।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচে'ছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই?
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করে'ছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধরা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব সেথায় কিরণ বরিষণ;
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করে'ছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা;
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন,

নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া র'বে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন ॥ ১২৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহি'ছে সদা জলন্ত অনলে হে ॥
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ॥ ১২৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়া—সুর।)
মূলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জলন্ত অনল যথায় ॥
তুমি পুণ্যের আধার, জলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়,
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ ১৩০ ঐ

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।
ও হে অনাথনাথ, অধমতারণ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়-মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা হ'লে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥ ৭৩১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঝিঁঝিট—যৎ।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল,
ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বলব কি আর,
আছে কি আর বলিবার।
ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥ ৭৩২

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(প্রভু অপরূপ তোমার করুণা—সুর।)

বাউলের সুর—একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পূরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই। ১৩৩

—— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ। ১৩৪ ঐ

(বন্ধ বন্ধ বন্ধ আজি—সুর।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হ'ল, সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন, সুখ-নীরে সদা করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ, জয় দেব জগজীবন।

নিশীথে দিবসে তোমার গুণ, গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদজাল, জয় দেব দুখনাশন।
তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর হে ভয়হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা, জয় দেব জীবপাবন॥ ১৩৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

মূলতান—আড়াঠেকা।

যা'বে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশা-পথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটির-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি এক বার, এসে কি জুড়া'বে হিয়ে॥ ১৩৬

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

কোথা হে কাঙ্গালের নিধি,
হৃদয়-রতন দেখা দেও একবার।
হৃদয়-মন্দিরে আমার,
তোমা বিনে হ'য়ে আছে অন্ধকার।
তোমারে পা'বার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দেখে নাথ তোমারে,
শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথা যা'ব, কি রূপে তোমারে পা'ব,
কবে ও মুখ হেরিব,
জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার॥ ১৩৭

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

কোথায় আছ দীনবন্ধু,
দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।
ঘোর পাতকী আমি,
কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না।
যদি একবার কৃপা ক'রে এস হে হৃদি মন্দিরে,
দেখি তোমায় নয়ন ভরে,
পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।
ব্যাকুল হ'য়েছে মন, দেও পিতা দরশন,
প্রাণ যে করে কেমন,
তোমা বিনা আর ত কেহ জানে না॥ ১৩৮

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

বিভাস—তেওট।

যদি ত'রাবে জগত-জনে, দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা আমায়।
এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হ'বে দয়াময়।
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন,
তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন।
বলব আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ মহাপাপী তরে যায়।
ঊর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আসবে দলে দল,
ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে করবে কোলাহল;

তব ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে জগৎ ভরে যা'বে,
এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়। ১৩৯

—— জগবন্ধু সেন।

বেহাগ—আড়া।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ!
অবোধ সন্তান আমি!
না শুনে তোমার কথা, করে'ছি কুকাজ কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা-মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি,
পাঠা'লে ভবের হাটে সুখ কিনিতে,
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়া,
কিনিলাম সেই রত্নে পাপ-তাপ দুখ-রাশি॥ ১৪০

—— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান—দিব্য-জ্ঞান, দেহ প্রীতি—শুদ্ধপ্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়, (তুমি মঙ্গল-আলয়)।
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদে আশ্রয়॥ ১৪১

—— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনোহরসই—লোভা।

আজ হ'তে, তোমার হাতে, আমি সঁপিলাম আমায়।
ও হে দেখো যেন, দীন দুঃখী, প্রাণে রক্ষা পায়॥
আমার নিশি দিন, বিষাদে হে সমভাবে যায়।
বল এ আগুন, তোমা বিনে, কে আর নিবায়॥

ও হে অন্তর্যামী, কি আর আমি, জানাব তোমায়।
তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি, আছি যে দশায়॥
আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ চরণ-ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায়॥ ১৪২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কি আর তোমার কাছে করব যাচন।
সব নাথ জান তুমি, বাসনা কর পূরণ।
এই মম মনে লয়, সঁপে তোমায় সমুদয়,
তোমার প্রেম-সাগরে ভাসিবারে অনুক্ষণ।
সংসারের মায়াজালে, ঠেকে নাথ কোন কালে,
পড়ি না যে রসাতলে, ছেড়ে তোমার চরণ।
পড়িলে বিপদে ঘোরে, তোমাতে রাখি নির্ভর,
অকাতরে যেন নাথ মস্তকে করি বহন॥ ১৪৩

আদি নাথ দাস।

(ও হে দীননাথ—সুর।)

বিভাস—একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময়;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।
দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে,
সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে,

সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি, তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে যাতনা স'য়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহ-অন্ধকারে তুমি সে তপন,
পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি, এই ভিক্ষা নাথ! যেন সর্ব্বক্ষণ,
থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন,
তোমা ধনে ল'য়ে জুড়া'ব হৃদয়॥ ৭৪৪

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

[স্ত্রীলোকের উক্তি।]

আলেয়া—একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন,
সংসার-বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন॥
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্‌লাম না গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ॥ ৭৪৫

অজ্ঞাত।

আলেয়া—একতালা।

পিতা গো একবার হের গো আমায় সহে না প্রাণে।
তোমারি সন্তান হ'য়ে, র'য়েছি কাঙ্গালের প্রায়॥
কি আর বলিব পিতা, কা'রে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই॥ ৭৪৬

বসন্তকুমার ঘোষ।

পাহাড়ী—আড়া।

কি আর জানাব নাথ! যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হ'লে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্ম-বল, কি করি পথ-সম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'ল আত্মার যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, ত্যজ না পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরনতলে, ল'য়েছি শরণ হে। ৭৪৭

ক্ষেত্রমোহন শেঠ।

মুলতান—একতালা।

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ।
কি আর বলিব,
হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।
ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে,
তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা করেছি এই;

তবে কেন পাপ-পথে অবিরত,
ধায় মম দুষ্ট পাপ-চিত নাথ ?
হ'ল একি দায়, না দেখি উপায়,
বিনা তব করুণা ॥ ৭৪৮

—— হেমন্তকুমার ঘোষ।

বিভাস—একতালা।

ও হে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, কর হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন-মরণে ;
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে র'ব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল'ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হ'বার তাই হ'বে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয়-বিপদ-কালে, ডাক্‌ব পিতা ব'লে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥ ৭৪৯

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

আশা ও উৎসাহসূচক সঙ্গীত।

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে॥
কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে;
লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।
সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গুরজনে;
বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে—
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল-নাম বিহনে॥ ৭৫০

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ললিত—আড়া।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুখঃ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব-বেশে দিনমণি॥
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠা'লেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে;
ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁ'রে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি॥ ৭৫১

—— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

অলসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহ'রে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়া'য়ে দ্বারে॥
তাঁ'র কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হ'তে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ-আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থর থরে,
পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁ'র কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজি'ছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে;
মোহ-নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণা-নিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নরে;
এমন কি দিন হ'বে, তব কার্য্যে প্রাণ যা'বে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে॥ ১৫২

শিবনাথ শাস্ত্রী।

ললিত—আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা-আগমন॥
অধীনতা-অন্ধকার, পাপ তাপ দুনিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হ'তেছে চিরমগন।

সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন ;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল-রাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সার করে, প্রীতির সাধন।
নর নারি সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
পদবন্ধে পূজ তাঁরে, যাঁহ'তে পেলে এ দিন॥ ১৫৩

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

ভজন ও বন্দনা।

[বন্দনা।]

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা,
সঙ্কট ভয় দুখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা।
জয় দেব জয় দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা ;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা।
জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে ;
পরম শরণ তুমি হে, জীবন মরণে।
জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখ শান্তিদাতা, প্রভু সুখ শান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা।
জয় দেব জয় দেব।
আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার ;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার।
জয় দেব জয় দেব।
শত-অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে,
প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে।
জয় দেব জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয়-দান,
প্রভু মাগি বরাভয় দান ;
কৃপা করি হে কৃপাময়, দেও চরণে স্থান।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি ;
এলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি।
জয় দেব জয় দেব ॥ ৭৫৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুজরাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে, ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে।

সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চা'বে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানিনে, রজনী আসি'ছে,
একেলা আমি যে, এ বন-মাঝারে।
জগত-জননী লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ ;
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ;
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে ;
আর সে যা'বে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে,
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে,
এ মুখপানে চাও, ঘুচিবে যাতনা ;
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা ॥ ৭৫৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে
তব অভয়-মূরতি ভয় নিবারে।
বিষম মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,
দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো॥ ১৫৬
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মোৎসব সঙ্গীত।

বিভাস—আড়া।

আজ কেন চারি দিক হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে,
হৃদয়ে অমৃত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ,
ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়-কাননে,
ফুটে'ছে প্রীতির কুসুমচয়॥ ১৫৭
অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ণাট—খাম্বাজ।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত-সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা, কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল ;
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়-গান, গাহ সবে একতান।
বল সবে জয় জয়॥ ১৭৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তো'রা জগতের উৎসব,
শোন্ রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয়-রব!
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখে'ছে তারা,
না জানি করে'ছে পান কি মহা অমৃত ধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হ'য়েছে নিখিল ভব।
দেখরে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কা'র দিকে, চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি ক'ব॥ ১৭৯

ঐ

[স্ত্রীলোকের উক্তি।]

বেহাগ—আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর-তরে ;
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে।
ভগিনী কন্যারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।

দয়াময় তুমি পিতা, শুনা'লে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য-রত্ন নিতে সব নারী নরে ;
ঘুচা'লে দুর্গতি কত, দেখা'লে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে ॥ ১৬০

অজ্ঞাত।

অহং—খেম্‌টার অঙ্গ।

চল সবে মিলে বিভুপদে, লুটাই মনের সাধে,
জুড়াবে জীবন।
উৎসব-মাঝারে হেরিয়া তাঁ'র শ্রীমুখ সুন্দর,
জুড়া'ল মোদের তাপিত অন্তর।
চাহি না অপর বাসনা নিয়ত হেরিব তাঁহার
প্রেমের মূরতি মোহন।
অপার আনন্দ হৃদয়ে বহিছে দেখ রে চাহিয়ে,
শত শত যেন সুধাংশু-কিরণ ভাতিছে অন্তরে।
অন্ধকার গেল দূরে, আছিল যতেক হৃদয়-কন্দরে।
কর রে কর রে প্রাণেশের করে প্রাণ সমর্পণ,
(হ'বে) সফল জীবন ॥ ১৬১

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন-আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,
দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাহি ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥ ৭৬২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্র প্রভাতী—খং।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে
করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে।
তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে!
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র-কন্যাগণে ল'য়ে,
বসে'ছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে;

নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,

বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥ ১৬৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কর্ণাটী ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,

ফিরাইও না জননি!

দীনহীনে কেহ চাহে না,তুমি তাঁ'রে রাখিবে, জানি গো।

আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণতলে বসে থাকিব,

আর আমি যে কিছু চাহি নে জননী বলে শুধু ডাকিব।

তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,

কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়া'ব।

ঐ যে হেরি তমসা-ঘনঘোরা গহন রজনী ॥ ১৬৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠান সঙ্গীত।

[জাতকর্ম্ম ও নামকরণ উপলক্ষে।]

কি ব'লিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।

পিতা হ'য়ে পালিতেছ,

কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,

আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান;

আমি তখনই তাহার মুখে নিরখি তোমায়,

অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।

শুধু জীবের জীবন বাঁচা'বারি তরে,
ঢেকে'ছ বসুধা-দেহ কত উপচারে ;
তোমার এমন পালন-রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায়। ১৬৫

দুর্গানারায়ণ চৌধুরী।

ললিত—আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে॥
গর্ব্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তা'রে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে ;
হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব-কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে।
করিতে তা'রে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে ;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে। ১৬৬

ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

জয়জয়ন্তী।

আয় রে শিশু আয় রে কোলে জুড়াই জীবন ;
দেখে দেখে প্রাণভরে ও সুধাংশু-বদন,
মধুর তনুর রুচি, হস্তপদ কচি কচি,
কচি মুখে কাঁচা হাসি কি সুন্দর-দরশন।
আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরিষণ।

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
নির্ভয় নিশ্চিত ভাবে ঘুমাও যখন।
দুরাশা দুস্বপ্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
ভাঙ্গে না করিতে নিশি অশ্রুজলে উদযাপন।
পবিত্রতা দেহে মাখা, এখনো কলঙ্ক-রেখা,
পড়েনি কোমল অঙ্গে—যেন পড়ে না কখন।
বুঝিলাম দগ্ধ প্রাণ, জুড়া'বার এই স্থান,
দম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন।
যে গৃহে অভাব তো'র, সে গৃহ শ্মশান মোর,
অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহারতন॥ ৭৬৭

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

খাম্বাজ জংলা—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে!
বাল-ইন্দুসম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে॥
নবীন কোরকসম, হে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভুবনে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
রাখানি নৈপুণ্য তাঁ'র, মিলে না তুলনে।
সাজা'য়েছ নাথ! যারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তা'র এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হো'ক,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে॥ ৭৬৮ ঐ

হাস শিশু মধুর হাসি, এ যায় সুখের জীবন,
জীবন-চক্রের গতি পূর্ণ এক আবর্ত্তন।
যদি পারি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
আবার জীবন-পথে গতি আরম্ভি নুতন।
সাদা মন সাদা প্রাণ, নাহি আত্ম পর-জ্ঞান,
যা'র দেখ হাসি-মুখ, ভাব তা'রে আত্মজন,
শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন ?
এক দুই তিন করে, শত-বিংশ চক্র ঘুরে,
যাও শিশু হাসিমুখে, সুখে চালা'বে জীবন।
মধুর অধর ভাগে, চিরহাসি থাকে লেগে,
বিষাদের মেঘে ঢাকা যেন পড়ে না কখন॥ ১৬৯

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

বেহাগ।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ! পুনঃ তোমারি নিদেশে,
ফুটিল নব কুসুম, সুনব রঞ্জিত বেশে।
আজি যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন-"ওয়া",
চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রবীণ ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাষায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে॥ ১৭০

ঐ

খাম্বাজ—পোস্তা।

অধরে ফুটেছে হাসি নয়নের কোণে ;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাস—
মা—মা,—বা—বা, আধ আধ বচনে।
কি অমৃত এই হাসে, দগ্ধ প্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আগুলে কোলে একটী চুম্বনে।
কা'র না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত-দান,
কে শিখা'ল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে?
ও রে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কৌশল,
বাঁধিস্ উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পা'বে না ভুবনে।
মাতৃ-অঙ্কে যা'র স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
হ'য়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে॥ ৭৭১

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ললিত—আড়া।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়,
রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়।
তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়।

প্রভাত-কুসুমসম, নিরমল নিরুপম,
স্নেহের কলিকা এই সরল-হৃদয় ;
এই ভিক্ষা আমি তাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহে এরে, হইয়া সদয়। ৭৭২

রামকুমার বিদ্যারত্ন।

সাহানা বাহার—খং।

যে সুখে কর'ছ সুখী ভুলিব কি এ জীবনে ;
তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে দু'নয়নে ;
সুন্দর সংসার নাথ, সাজা'য়েছ কত মত ;
আনন্দের উপাদানে, কি দিব তুলনা নাথ ;
উথলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে।
আশার আলোকসম, আজি শিশু অনুপম,
আহা কিবা শোভিতেছে এ আনন্দ-নিকেতনে।
সরল মধুর অতি, শশীকলাসম জ্যোতি ;
তব আশীর্ব্বাদে নাথ বাড়ে যেন দিনে দিনে।
কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ, করি তোমায় প্রণিপাত ;
সুখে দুঃখে কভু নাথ তোমাকে যেন ভুলিনে। ৭৭৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কীর্ত্তন।

দীনদয়াল ও করুণা-সাগর এমন কে বা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু এমন কে বা আছে।
শিশু ঘুমা'লে হে! হৃদয়বিহারী,
তুমি আপনি কর চৌকিদারী।

(দিবা নিশি জেগে থাক হে) (চৈতন্যরূপে)
প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ,
তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে,
দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে।
(কণ্ঠ শুকা'বে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ)॥ ৭৭৪

অজ্ঞাত।

বসন্ত—আড়া।

ফুটিল আশার ফুল স্নেহের লতায়।
প্রস্ফুটিত ফুলে লতা কিবা শোভা পায়॥
মধুর মোহন হাসি, মুকুলিত রূপরাশি,
নিরখি নিরখি আজি নয়ন জুড়ায়।
আদরে আদরে ফুলি, খেলে যথা দুলি দুলি,
সমীর পরশে-কলি, ললিত লতায়।
আধ আধ আধ বোলে, আদরে মায়ের কোলে,
তেমনি দুলিয়া শিশু আদরে খেলায়।
এ সৃষ্টি-উদ্যান যাঁর, সমীরে সঞ্চার তাঁ'র,
সুখের স্ফুরণে তিনি সৌন্দর্য্য শোভায়।
এ লতা এ ফুলকলি, আশার সম্পদে ফলি,
চিরজীবী রহে যেন তাঁহারি কৃপায়॥ ৭৭৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ঝিঁঝিট—কাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তো'রে নিরমিল;
কেন ভালবাসি তো'রে, ও রে শিশু বল বল?

ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছে অবিরত ;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো।
শিশু রে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে,
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল ?
আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও ;
এ সুন্দর দেব-ভাষা, কে তোমারে শিখাইল ?
এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষাণ-নরে,
তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইল ?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগতজননী ;
স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল ॥ ১১৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

জন্মদিন উপলক্ষে।

আলেয়া—খং।

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকব দয়াময়।
যেন জনম-দিনের ফল জীবনেতে রয় ॥
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি,
মন্দ বালক যথা যাব না তথায়।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
তাঁ'দের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।
তুমি ভালবাস বলে, ভালবাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায় ॥ ১১৭

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভাস—একতালা।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবান্ধবে,
আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,
আজি শুভদিনে সুখের মিলনে,
(ও ভাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন।
এই শুভদিনে এমন সময়ে, এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,
পিতা মাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে ;
এমন সময়ে এ মুখ নিরখি, আত্মীয় বান্ধব হয়েছিলেন সুখী।
কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে,
ও ভাই সেই শুভ দিন করিয়ে স্মরণ।
জীবনের পথে আমরা সকলে, চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে,
যাঁ'র অযাচিত করুণার বলে, ভাই রে ;
সবে মিলে আজি কর আশীর্ব্বাদ,
এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,
প্রিয়কার্য্য তাঁ'র, করি অনিবার, ভাই রে ;
(ও ভাই) করি যেন তাঁ'তে আত্মসমর্পণ ॥ ১১৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিবাহ উপলক্ষে।

মল্লার—আড়া।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে ॥
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিন্ধু-পানে।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ-দানে ;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৭৭৯

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

বেহাগ—আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দু'জনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে।
যথা নীর-বিন্দুদ্বয়, পুষ্প-দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয়-মনে।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেম-বন্ধনে ;
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোরে, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে।
ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দু'জনে ;
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো,
নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে ;
বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
মুছাইও আঁখি জল, নিরুপম কৃপাগুণে ॥ ৭৮০

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

প্রেমময়! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
হৃদয়-কুসুম দুটি শুভ বিবাহ-বন্ধনে।
যেন চিরদিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না হয় বিচ্ছিন্ন যেন প্রতীপ পবনে।
সংসার-সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে।
দেখে সুখী হ'ব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত র'বে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ণ হ'বে, পাপ-কীট-দংশনে।
যেন চিরদিন-তরে, প্রেম-মধু-সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু! তোমারই কৃপা-গুণে ॥ ৭৮১

—— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই তো সে মধুর প্রণয়,
যে বন্ধনে আছে বাঁধা বিশ্বে সমুদয়।
জীবস্থিতি যার মূল, যা'তে সুরক্ষিত কুল,
সুখশান্তি যা'র তুল, সম্ভব না হয়।
বাঁধ আজ সে বন্ধনে, নরনারী দুই জনে,
হৃদে হৃদে প্রাণে প্রাণে হো'ক মধুময় ॥ ৭৮২

—— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ভৈরবী—যৎ।

যতনে গেঁথেছি মালা সুগন্ধি কুসুমদলে।
ধর ধর সখী ধর সুন্দর কর কমলে ॥

আজ বহু দিন থেকে, যাঁ'র মূর্ত্তি হৃদে এঁকে,
রেখেছ, পরাও যতনে ও মালা তাঁ'র কণ্ঠস্থলে।
সুজন তুমিও ধর, এ নব কুসুম-হার,
পরাও দেখি কেমন পরা'তে জান সখীর গলে।
পবিত্র প্রণয়-পাশে, পরস্পরে বাঁধ কসে,
প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ, আঁক প্রেমমূর্ত্তি চিত্তফলে।
চিরদিন সুখে থেকো, দেখ যেন মনে রেখো,
শুভ কর্ম্মে রেখো মতি, নত থেকো ঈশ-পদতলে। ১৮৩

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

বহিয়ে দুঃখের ভরা তরুণ জীবনে,
ফুটিল সৌভাগ্য-ফুল, বুঝি এত দিনে।
দু'জীবন এক সূত্রে, গেঁথে আজ কর্ম্মক্ষেত্রে,
ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে।
আজ হাসিভরা মুখ, দেখিয়া জুড়া'ক বুক,
করুক আনন্দ-নীর ধীরি ধীরি দু নয়নে।
সুখে থেকো সুখে রেখো, সদা স্নেহ-চক্ষে দেখো,
নিজ সন্তানের মত মাতৃহীন শিশুগণে।
পতিপ্রেমে সুখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
সুখে কর ঘর, পূর্ণ হো'ক পঞ্চ পরিজনে।
মুছাইও এ অঞ্চলে, যাঁ'র চক্ষু ভাসে জলে,
ধর্ম্মে সদা রেখো মতি, দয়া করো দীনজনে। ১৮৪ ঐ

তব শুভ সন্নিধানে, তোমারি করুণা-গুণে,
শুভকার্য্য আজি পিতা, সমাধা হইল।

নদ নদী যথা আসি, এক হ'য়ে ধায় মিশি,
জীবনে জীবন-স্রোত, তেমনি মিশিল।
একি দেখি কৃপাফল, দুটি বিন্দু হিম জল,
ঢল ঢল করে যেন, গড়া'য়ে মিলিল;
শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'ল, ম্লান মুখ প্রস্ফুটিল,
ফুটিল আশার কলি, বিষাদ ঘুচিল।
পবিত্র প্রণয়-ডোরে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
গেঁথে দাও প্রাণে প্রাণে, জনম মতন;
ধন্য হে তব করুণা, পূরিল মন-বাসনা,
দম্পতী-মিলনে, সুখ-হিল্লোল বহিল॥ ৭৮৫

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর।)

আজি এ সন্তান দুটী মিলেছে তোমার;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে মঙ্গল-আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন;
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির ঊষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে;
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে;

যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখাইও আবার॥ ৭৮৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কা'র পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তা'র, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, যেন গো আশ্রয় মিলে;
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুঃখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়॥ ৭৮৭ ঐ

(গাও রে জগতপতি—সুর।)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল;
প্রণয়ে প্রণয়ধারা আসিয়া মিশিল;

লই হে আজি বরি প্রণয়ী দু'জনে,
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে ;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাঁহারি ॥ ৭৮৮
শিবনাথ শাস্ত্রী।

(গাও রে জগতপতি—সুর।)
বারোয়াঁ—ঠুংরি।

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার ॥
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দু'জন,
কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥ ৭৮৯ ঐ

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর।)
ঝিঁঝিট—একতালা।

মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী ;
সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়া'ল হৃদয়,
সে শোভা নেহা
মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী,
আজি হৃদয় ভরি

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।)

প্রণয়-শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে দু'জনে,
তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে।
যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবন জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে।
দাঁড়া'য়ে দুয়ারে, ডাকে হে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার-ভবনে;
প্রভু কৃপা করি, আশীষ্ বিতরি,
দেও হে অভয়দাতা অভয় দুজনে॥ ৭৯১

শিবনাথ শাস্ত্রী।

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান।
শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ কর বরষণ॥
...রোবরে, ফুটিয়াছে একত্তরে,
...-কলি, অতি সুশোভন;
...ভুলে, সে দুটি হৃদয়-ফুলে,
...ই এক সূত্রে রাখ চিরদিন।
...যেন, এ দুটি হৃদয় মন,
...পরস্পরে, করে আকর্ষণ;

উত্তাপ-আলোক-প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়,
সাধিতে তোমার কার্য্য করে আত্মসমর্পণ।
আর কি অভাব র'বে, দুই হস্ত এক হ'বে,
দুই হৃদয়ের বল, এক পথে প্রবাহিবে;
জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত, সম হ'য়ে, ওতপ্রোত,
অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন॥ ১৯২

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়;
তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার
অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,
ল'য়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন
পরকালে স্নেহ-কোলে, রহে তব সমুদয়॥ ১৯৩

আদিনাথ দাস।

পাহাড়ী—জলদ তেতালা।

কত যে কর করুণা দীন মানবে প্রভু!
ভুলিতে পারিব না নাথ! ভুলিতে কি পারি কভু।
সৃজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী-মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তা'রে শৈশবে বাঁচায়ে হে;
দিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞান-বল, স্বাধীনতা-সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ও হে দয়াল বিভু।

ভব-লীলা হ'লে শেষ, ও হে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত-কোলে ;
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দেও দীন আমাকে ও শীতল চরণে প্রভু ॥ ৭৯৪

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল।
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ॥
বিষম বিষাদ-ভারে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ-ঐশ্বর্য্য-সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু ল'য়ে, ঘুমায় নিজ কুলা'য়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায়,
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রুজ-জল।
তুমি পিতা জগৎ-পতি জীবনে মরণে গতি,
দেখা দেও কৃপা ক'রে, শান্ত কর শোকানল ॥ ৭৯৫

শিবনাথ শাস্ত্রী।

ভৈরবী— আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন-ভার কে আর বহিত ?
ঈশ্বরে মঙ্গলময় কে আর কহিত ?
এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
কৃতান্তের কাল দন্তে, যদি সব ছিন্ন হ'ত।
তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ মৃত্তিকার ঘটে,
নাশিবে কে অমরাত্মা শকতি কি আছে এত।

অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত।
কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যালয়ে পুণ্য-ঘরে,
জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত।
তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্যা পতি,
নব-গৃহ আয়োজনে হ'য়েছেন স্বর্গগত। ৭৯৬

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

ললিত—আড়াঠেকা।

জনক-(জননী) বিয়োগ-শোকে দহি'ছে আমার প্রাণ।
কোথা হে পরম পিতা কর আসি শান্তি-দান।
যা'র স্নেহ-বক্ষ'পরে পালন করিলে মোরে,
এ জগত সংসারে কে আছে তাঁ'র সমান।
পারি নাই সাধ্যমতে, পিতৃ-(মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে,
সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান;
হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ,
না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান।
ও হে পতিত পাবন, করি এই নিবেদন,
পরলোকে দিও তাঁ'রে তোমার চরণে স্থান;
ইহ পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী,
পরলোকগামী পিতায়-(মাতায়) কর আশীর্ব্বাদ-দান॥ ৭৯৭

অজ্ঞাত।

ধর্ম্ম-দীক্ষা।

সাহানা মিশ্র—যৎ।

একটী সন্তান পিতা জীবন মন তোমায়,
চিরদিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায়।
রেখ নাথ রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে,
সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায়।
বিপদ-পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে রেখ কোলে,
প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে এ দাসে করো নির্ভয়।
দেহ নাথ দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
তোমা বিনে এ সংসারে দুর্ব্বলের আর কে সহায়।
যদি নাথ দয়া করে, আনিলে তোমার ঘরে,
বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায়॥ ১৯৮

গগণচন্দ্র হোম।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে॥
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেথানে সব, নিত্য সত্য সনাতনে।
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে;

পদ্মুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন শুভ সঙ্কল্প সাধনে।
পরব্রহ্ম-নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগণে।
ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কায নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে। ৭৯৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ললিত—আড়াঠেকা।

ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হ'ল আজ শুভদিনে শুভক্ষণে।
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করি'ছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুরাগোৎসাহে,
নবভাবে কর্ব আজি মহিমা কীর্ত্তন ;
করে ব্রহ্ম-জয়-ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁ'র শ্রীচরণে।
প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;

ক্ষুধিত আছ যে যেখানে, এস আজ আনন্দ-মনে,
পূর্ণ হ'বে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে ॥ ৮০০

অজ্ঞাত।

বর্ষ শেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত কাল-সাগরে সম্বৎসর হ'ল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন ॥
থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ ॥ ৮০১

ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাল।

(কেন হে বিলম্ব—সুর।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

বহি'ছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর;
এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর।

নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন ;
হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়,
ব্রহ্মবরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর ॥ ৮০২

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ভূপালী—কাওয়ালী।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে ;
প্রণমিহ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে।
নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে।
গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥ ৮০৩

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

ভৈরবী—মধ্যমান।

মন-সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে ॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-গুণে।
"জীবন-প্রবাহ হায়, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,"
তব পদ-তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে।

দূর হ'বে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে ॥ ৮০৪

——— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা।

দেশ মল্লার—ঝাঁপতাল।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে ॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখা'লে কত যে কৃপা বাঁধি দু'জনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়া'বে, সুখ ইচ্ছা দূরে যা'বে,
আপনা পাসরি সুখী হ'ব সেবনে।
তব দাসদাসী হ'ব, সাধু কাযে সদা র'ব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে ॥ ৮০৫

——— শিবনাথ শাস্ত্রী।

পিতৃমাতৃ স্নেহ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত।

সুরট মল্লার—একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন,
করিতে যতন, এ সংসারে।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ,
করে দু'নয়ন প্রেমের ভারে ॥

কিবা সুকোমল মধুর বচন,
মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ,
মা বলে এক বার ডাকিলে যাঁ'রে।
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে,
সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ-দানে পালন করেন তারে;
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা,
ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা,
চিরদিন বল কে করিতে পারে।
ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার,
জননীর জননী যিনি সবাকার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে,
রেখেছেন সবে মোহিত করে॥ ৮০৬

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(পিতঃ ক্ষম অপরাধ—সুর।)

বেহাগ—আড়া।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার॥
শোকে-কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়,
হইল শ্মশান-প্রায় এ সুখের সংসার।
কে আর আদর করে, স্নেহ-গদ্‌গদ-স্বরে,
ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার;

কা'র মুখ চেয়ে আর, বহিব দুখের ভার,
আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর ॥ ৮০৭
—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

চারুভাষিণী স্নেহময়ী জননি!
প্রণমি তোমারে কর প্রণতি গ্রহণ॥
স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে, পালন করে'ছ মোরে,
কত কষ্ট সহিকারে, করেছিলে রক্ষণ;
কিশোর না হ'তে আমি, ভব-ধাম ছাড়িলে তুমি,
জানিতে পারিনি মাগো! তুমি কি পরম ধন।
সহাস্য তোমার আস্য, আজিও যে পড়ে মনে,
উথলি উথলি ভক্তির ধারা ধায় যে তোমার পানে;
বলিতে হৃদি বিদরে, সেবা করিতে তোমারে,
পারি নাই মা এ জীবনে, বৃথা মম এ জীবন।
পার্থিব উপচার, কেমনে দিব তোমায় আর,
জড়-প্রকৃতির অতীত হ'য়ে আছ দিব্য ধামে;
প্রীতি শ্রদ্ধা উপহার, প্রাপ্য যে এখন তোমার,
দিই আজ তোমারে মা গো! স্নেহেতে কর গ্রহণ।
পরম গুরু যে তুমি, "স্বর্গাদপি গরীয়সী,"
ভুলিনে যেন মা তো'রে, যত দিন ধরি জীবন॥ ৮০৮
—— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

ঝুং অহং মিশ্রিত—আড়াঠেকা।

ওমা স্নেহেরি আধার।
পৃথিবীতে হেন স্নেহ নাহি দেখি আর॥

তোমার মূরতি স্মরণ, মনেতে পড়ে গো যখন,
হৃদয়ে প্রেমের সিন্ধু উথলে আমার।
কত ক্লেশ কত মন্দ, সহিয়াছ কত দ্বন্দ্ব,
কেবল মম আনন্দ মনে করি সার।
কেবল আমার তরে, স্নেহ যে দিল তোমারে,
কত যে তাহার স্নেহ অতুল অপার॥ ৮০৯

আদিনাথ দাস।

ললিত—একতালা।

ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি,
কত না যাতনা পে'য়েছ।
এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে,
মা গো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ।
দেখিলে আমার, রোগ-যন্ত্রণায়,
হ'য়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল;
গুরু ঋণ-পাশে, জননী এ দাসে,
চিরদিন তরে বেঁধেছ।
মনে হ'লে তোমায়, বুক কেটে যায়,
তব মূল্য স্নেহ পাইব কোথায়।
চিরদিন তরে, শোকের সাগরে,
ভাসাইয়ে মা গো গিয়েছ॥ ৮১০

রাজা মহিমারঞ্জন রায়।

বিবিধ ভাষা হইতে নীতি ও বিবিধ ভাষায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

[হিন্দী সঙ্গীত।]

মল্লার—কাওয়ালী।

[প্রার্থনা।]

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী, মহা মলিনময় কপট কামী।
মানুষ-জনম দীও, তুমি উত্তম,
আওর কিও সুখ সম্পদ ধামি।
তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়,
রহিও সদা বিষয়ন্ অনুগামী।
পাপ-তাপসে ভয়ো অতি পীড়িত,
অব্ মম পীড়থমত নহি থামি।
হোয় হতাশ নিরাশ জগতসে,
আয়ো শরণ তোমারি স্বামী॥ ৮১১

অজ্ঞাত।

আলেয়া—খং।

তু মেরে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার জো বার। (প্রভুজী)
উঠত বৈঠত, শোয়ত জাগত,
এমত তুঝেহি চিতা রে;
যো তুম কর, সোহি ফল আমারে,
তুমি আগে সার। (প্রভুজী)
তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম হি,
তু মেরে পরবার,

সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা,

সেবক নানক গুরুচরণার। (প্রভুজী) ॥ ৮১২

—— গুরুনানক।

(জয় ভব কারণ—সুর।)

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে, উঠ জন্ প্রভু গুণ গাও রে।
লিখ্ প্রভাত-প্রকৃতি কি শোভা, বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুমের নিজ মনমে, সরস্ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উন্‌কে, নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্ম-রূপ সাগরমে মনকো, বারম্বার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরে গেলে, আতম তাপ বুঝাও রে ॥ ৮১৩

—— শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

খট মিশ্র—ছেপকা।

মানুষ-জনম সফল হো যায়, ভক্তি প্রেম প্রভু সঙ্গীনে।
যব্‌বি ভক্তি হৃদয়মে জাগে, শরণ পিতা কি লীনে।
পাপ বিকার মিটে ছিন্ ছিন্ মে, প্রভু চরণন্ চিত দিনে।
কপট রহিল যে প্রভুকোগাওয়ে, সাধুসঙ্গ নিত রাখে,
ধর বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর, অমৃত রস শুহ চাখে ॥ ৮১৪

—— অজ্ঞাত।

দেশ—কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,

আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।

শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার ;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখো রে ধ্যান ॥ ৮১৫

গুরুনানক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যে ঠুংরি।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো,
মন শুধ্ করো ভাই এক ছিন্‌কো।
জগ্ চিন্তাকো সব্ দূর করো,
আউর ত্যাগো ধ্যান বিষয় ধনকো,
প্রভু পূজামে অনুরাগ করো,
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তন কো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব ব্যাকুল হো,
তুম্ আকুল্ হো প্রভু দর্শনকো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁসে,
ভরপুর করো হৃদ-কানন্‌কো।
একান্ত সুধা রস্ পান করো,
অউর শান্তি করো আপনে মন কো ॥ ৮১৬

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

বংলা—খেম্‌টা।

সাফি মেলা রাখো দেল্‌মে।
আগর মিঠা খানে মাঙ্গ জগমে হো।
ব্রহ্ম-সাধন মে, উনকা পূজন মে,
কভি ময়লা নেহি রাখো মনমে হো।

লোকন কি হিত, এহি ত উচিত,
আউর খয়রাত করহ দরিদ্রমে হো।
এহি সাধু বাত, কর না খয়রাত,
যাওয়েগা সাত আখেরিমে হো॥ ৮১৭
হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

প্রভু জী তুঁহি জীবন-আধার।
দরশন দিজে মেয় অতি দীন, হো কৃপা-অবতার।
তুম্হি পিতা মাতা, তুম্হি ভরসা,
তুম্হি জ্ঞেয়ান প্রাণ, তুম্হি নিস্তার॥ ৮১৮
পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

প্রভুজী আয় সো নাম তোমারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,
সকল করত নমস্কার।
জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীবাধার॥ ৮১৯
গুরুনানক।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী।
ময় কুটিল খল কপটকামী।

জপ তপঃ নেম শুচ সংযম,
এন বিধ নেহি ছুটে কারো স্বামী;
গরদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো,
নানক নজর নেহারো স্বামী ॥ ৮২০

গুরুনানক।

খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরে মনকি সংশয়, যব্ তেরে দরশন পায়া।
অনাবোলাকো মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জাপয়া,
দুখ নাটে সুখ সহজে গমায়া,
আনন্দে আনন্দ-গুণ গায়া ॥ ৮২১ ঐ

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দরমা দে খাঁড়ে দরবারা।
তুঝ বিন স্থরতে কৌন্ লে হামারা,
দরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া।
তুম ধন ধনী, উদারা ত্যাগী,
শ্রবণেন শুনিয়াত্ত, সুযশ তোমারি;
মাঙ্গ কিছছে আওরে, রঙ্গ সব দেখ,
তুম্হি মেরে নিস্তারা।
জয় দেব নামা, বিপ্র সুদামা,
তেনকো কৃপা ভাঁই হায় অপার;

কহেত কবীর তু সমরথ দাতা,
চার পদারথ দেত অনিবারা॥ ৮২২ কবীর।

পাহাড়ি—আদ্ধা।

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দেলকো লাগায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
এক তুঝ কো আপনা পায়য়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
সবকি মকা আওর দেল্‌কি মঁকি তো,
কৌন্‌সা দেল্‌ হ্যায় যোন্‌ নেহি তু,
হরিয়েক দেল্‌ যে তুহি সমায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কায়সা মোলায়েক্‌ কায়সা ইনসান,
কায়সা হিন্দু কায়সা মোসলমান;
যেয়সা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা,
তেরে পরস্তেস্‌ হ্যায়গী সব যাঁ;
আগে তেরে সের সভোনে ঝোকায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।
আর্শ সে লে ফরস জমী তক,
আওর জমীসে আর্শ বরিতক,
যাঁহা যায়া দেখা তুহি নজর আয়রা,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

শোচা সম্ঝা দেখা ভালা,
তু যেছা না কৈ ঢোঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ মে জরুর কি আয়য়া,
যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়॥ ৮২৩

গুরুনানক।

তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী তু পাপপুঞ্জহারী॥
তু ব্রহ্ম হো জীব, তু ঠাকুর হোঁ চেরো,
তাত মাতঃ গুরু সখা তু সববিধি হিত মেরো।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অরাৎ নাহি অরতি হর তুছো।
তোহে মুহে নেত অনেক মানিয়ে যো ভাঁওয়ে,
যো তো তুলসী কৃপালু চরণ শরণ পাঁওয়ে॥ ৮২৪

তুলসী দাস।

আরতি (নানক)।

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলেয়া নীল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহসে তব নয়ন নন নয়ন হ্যায় তোহেক,
সহংস মূরতি নন এক তোহি,

সহংস পদ বিমল নন্ এক পদ গন্ধ,
বিন্ সহংস তব গন্ধ এব চলত মোহি।
সব মে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
তিস্কে চান্নে সর্ব্ব মে চান্নে হোই;
গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো,
যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোই।
হরি চরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
অনুদিন মোহেয়া পিপাসা,
কৃপাজল দেও নানক সারঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা॥ ৮২৫

গুরুনানক।

সুর খাম্বাজ—ঠুংরি।

ক্যা শোচ মে হো করলে সওদা,
জগদো দিনকি হায় বাজরিয়া।
যব আওয়ে রবিসুত পাথড় লে চলে গা,
ভুল পড়ে সব নাগরিয়া।
পানি ঘটা ঘটা পড় রসরি টুটি,
এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।
গুণন্ গুণন সব পার উতার গেই,
হাম নিরগুণ ভই বাঁওরিয়া॥ ৮২৬ অজ্ঞাত।

[স্বর্গ সম্বন্ধে।]

সুর ঝিঝিট—ঠুংরি।

নাম না জানে ঠিকানা।
সোহি দেশ মুঝ জানা॥

যাঁহা দুঃখ সুখ নাহি তাপী, যাঁহা পাপ তাপ নাহি ব্যাপী,
যাঁহা ভানু শশী নাহি আনা, নাম না জানে ঠিকানা ॥
যাঁহা টুট গেয়ি সব ধান্ধা, যাঁহা রাম রহিম এক বন্দা,
যাঁহা কাফেরে মুছলমানা, নাম না জানে ঠিকানা ॥ ৮২৭

অজ্ঞাত।

শুদ্ধ করো মেরা মনকো প্রভুজী।
পাপী মন মম রোখ্‌তা না রোখে,
ধীরে ধরে নাহি সিন্‌কো।
রায়েন দিন মায়া বশ ভটকাত,
শোচনা জরা মরণ কো,
ধনকে লিয়ে ত্যাগ নিজ গৌরব,
দাস ভেয়ো জন জন কো।
হোয়ে অচেত পাপ করম মে,
দিও বেচ্‌ নিজ তন্‌ কো ;
অমৃত পদারথ ত্যাগ কর পান কর তাহুঁ পাপ জহর কো।
কবহুঁ না আপ্‌সে ব্যাকুল হো কর,
ধায় চিত্ত তেরি শরণ কো ॥ ৮২৮ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তারো নাথ তারো নাথ আপনা গুণ মে।
আয় এক মাত্র কৃপা তেরি ভবভয়হরণ কো ॥
প্রেমহীন ভক্তিহীন, সাধন ভজন সে বিহীন ;
আয় দয়া অপার মপার তেরি, দুঃখী কো শরণ কো।

সন্তান তেরি কহাত নাথ, লজ্জা আতি হ্যায় মুঝে জী;
ভ্রষ্ট মন পাতকী কো রাখ আপন চরণ কো।
নাহি কোই ধর্ম্মাশক্তি, যো সহায় হোয় মুক্তি জী;
হ্যায় দয়া তরণী তেরি ভব-সাগরকে তারণ কো॥ ৮২৯

অজ্ঞাত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসায় সেই সব তত্ব পরাই।
যব্‌সে সাধুসঙ্গ মায় পাই।
নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা,
সকল সঙ্গ হাম্‌রি বনি আই।
যো প্রভু কি না, সো ভাল কর্‌ মান্‌ নো
এহি সুমতি সাধুতে পাই।
সভ্‌ মে রমো রহা প্রভু একো,
পেক পেক্‌ নানক বিগ্‌শাই॥ ৮৩০ গুরুনানক।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

পিলে রে অবধু হো মাতোয়ারা,
পেয়ালা প্রেম হরিরস্‌ কা রে।
বাল অবস্থা খেল গোয়াঞী,
তরুন ভেয়ো নারীবশ কারে;
বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বয়ুনে ঘেরা,
খাট পড়া রহ যা মঙ্কারে।
নাভ কমল্‌ মে হ্যায় কস্তুরি,
ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকারে;

বিন্ সৎ গুরু নর অ্যায়সা হি ভোলে,
য্যায়সে মৃগ্ ফেরে বনকারে ॥ ৮৩১ অজ্ঞাত।

কল্যাণ—একতালা।

মেরে মন এক নাম দুস্‌রা না কোহি।
দুস্‌রা না কোই প্রভু, দুস্‌রা না কহি ॥
প্রেমকী মথনিয়া নাব, ভক্তি সে বোলোই,
দধিমথ ঘৃত কা নিনা ছাঁচ পিবে কোই।
অশ্রুয়ান জল দিব্ সিব্ প্রেম বেন বোই;
শান্তন-দিক্ বৈঠে বৈঠে লোক লাজ খোই।
মায় যো চলি ভকত জ্ঞান, জগত মোহে দেত তান,
হাম যো প্রভু শরণ তেরি, হোনি হো সো হোই ॥ ৮৩২
ঐ

গজল্

যিধির্ দেখ্ তাঁহ উধির তুহি তু হ্যায়।
কো হর্ সায়মে আলোয়া তেরাহ বহ হ্যায় ॥
ম্যায় গুন্ তাহঁ হর বক্ত তেরা কাহিনী,
কে তেরা জিকর হো রহা কুবুতু হ্যায়।
চামনমে সরুপর ইয়ে গ্যাতী হ্যায় কুম্‌রী,
তুহি তু তুহি তু তুহি এক তু হ্যায়।
বেনা উন্‌কো সাবুদ আওঁয়ো কো বোলো,
জবাকো সাস্তাপো ইয়ে ক্যা গুপ্তগু হ্যায় ॥ ৮৩৩

ভঁয়রো—একতালা।

মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা।
এক রোটীতে লংগটী দুয়ারে তেরে পাওঁয়া;
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওঁয়া।
তু দেওয়ান মেহেরবান্ নাম তেরা বারেয়া;
দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারিয়া॥ ৮৩৪

কবীর।

কাফি—ঠুংরি।

সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি।
তুম্ সঙ্গ যোড়ি, আওর সঙ্গ তোড়ি॥
যো তুম্ বাদল তো হোম মোঁরা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জীচকোরা।
যো তুম্ দেউয়া তো হাম বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম যাত্রী।
যাঁহা যাঁউ তাঁহা তেরে হি সেবা,
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা,
তুম্ তাহারে ভজন কাটে পাপ-ফাঁসা,
ভক্তি হেতু গাওয়ে রবিদাসা॥ ৮৩৫

রবিদাস।

কানাড়া—কাওয়ালী।

তুহি মেরা প্রভু পূরণ ধন হ্যায়।
প্রাণ কা প্রাণ তুহি পরমেশ্বর,
তুহি মন কা মন হ্যায়।

আঁখো কি জ্যোতি তুহি প্রভু মেরী,
কাণ কা তু শ্রবণ হ্যায়।
অন্তর বাহার দেশ দেশান্তর তুহি পরিপূরণ হ্যায়;
সত্য তুহি, শিবসুন্দর তুহি, তু এক অদ্বিতীয় হ্যায়।
বুদ্ধি বলমে তুমহি বিরাজ;
তুহি জীবনকা জীবন হ্যায়॥ ৮৩৬ অজ্ঞাত।

মুলতান—আড়াঠেকা।

বর খো কঁহ কৌনসি মনকি।
লোভ গ্রাস দঁশহু দিশ্ ধাবত,
আশা ল্যাগে ধনকি।
সুখকা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত,
সেবা করত জনক জননী,
দ্বারে দ্বারে ছুঁ হান্নুয়্যাসা ফেরত,
নাহি শুধু হরি ভজনকি।
মানুষ-জনম অকারণ খোয়াওত,
লাজ না লাগে লোক হাঁসনকি;
নানক হর-গুণ কেঁউ নেহি গাওরে,
কুমতি বিনাশ মর্ন কি॥ ৮৩৭ গুরুনানক।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ইয়ে জগ দরশন কি মেলা হ্যায়।
যোতু আয় ও ইহা কুচ্ দেখ ফের,
হাঁস জোর বোল বাতালে;

পর এতনা কহনা মন মেরা,
যো করনা হো সো জলদী কর,
টুক দেরি নেহি ইয়া দমকি,
আওর জাদানেহি মনজিলা।
দিল ভর দেখ্ সঙ্কোচ মতি,
ইয়ে মূরৎমে কা স্মূরৎ হ্যায়;
এস্ বুদোঁ জিস্ দরিয়া কি,
উহাই কি উহা মিল্ যাওয়েগী;
ন টণ্ঠা হ্যায়, ন বখেড়া হ্যায়, ন ঝমেলা হ্যায়।
কোই বাপ বনা কোই বেটা,
কোই চাচা ভাতিজা কহলাওয়ে হেঁ;
কোই মিঞা আপনেকো জানে,
কোই দাস আপনেকো মানে,
কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ,
কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়,
ধন্য উয়ো কারীগরকো,
যিস্নে সব কুস্ বানায়া॥ ৮৩৮ অজ্ঞাত।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

নাম সীমার নাম সীমার এহি তেরা কাজ হ্যায়।
মায়া কুসঙ্গ ত্যাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
জগৎ-সুখ মান মিথ্যা ঝুঁঠোহি সব সাজ হ্যায়।
স্বপ্নে যৈঁউ ধন পসানন, কাহে পর করতোমান,
বালুকী ভিত যায়সা বসদা কো রাজ হ্যায়।

নানক জন কহত বাত, বিনশে যায় তেরা গাত,
ছিন্ ছিন্ কর্ গ্যাও কাল, য্যায়সে যাত আজ হ্যায় ॥ ৮৩৯
গুরুনানক।

ললিত—ঠুংরি।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ তঁ্যাওলাগু,
নিশি বাসর তোহে ধ্যাউঁ মেরে প্রভুজী।
তন্ মন অর্প করু জন সেবা,
রসনাতে হরগুণ গাউঁ মেরে প্রভুজী।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী।
এক আধার নাম-ধন মেরা,
আনন্দ নানক এহি দিজো মেরে প্রভুজী ॥ ৮৪০ ঐ

সুরট মল্লার—খৎ।

নাম না লেয়েৎ গোয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা।
দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরশন মাজৎ রহিয়ে;
যব দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই।
পার উতারা না চাহিয়ে, তো খেঁউট সে মেন রহিয়ে;
যব উতরি পাতরি গেয়া পারা,
তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা।
দেখ কবীর জীবে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচকা তরণী;
কা তরণীকা ফান্দা ছুটে, তোরহন রহস যমলুটে ॥ ৮৪১
কবির।

বেহাগ—ঠুংরি।

অমৃত নাম হরি গাও মেরে রসনা।
হরি বিন্ তেরা কোহি নেহি আপনা॥
জাতি কুল ধন দারা সুত আদি যিত্না,
মায়াকী খেল সব, নিশিকা স্বপনা।
কাট মায়া-ফাঁস, বিষয় বিলাস,
করে যো হরিকে সাধনা;
হোয়ে সোই নর, প্রেম সে অমর,
ভুলজাত ভব্ ভাবনা॥ ৮৪২ অজ্ঞাত।

কাফি—ঝাঁপতাল।

হৃদ-কমলমে হরি, করো বিহার।
করুণা-নয়নসে অধমকো নেহার॥
তুঝ্ দরশন বিন্ সব অন্ধকার;
দেখাও প্রসন্ন মুখ বারম্বার।
হে মেরে স্বামী, অন্তরযামী,
দর্শন-পিয়াসা নিবার;
হর লেও তন্ মন্ প্রাণ জীবন কো,
করলে সকল অধির॥ ৮৪৩ ঐ

ললিত—একতালা।

আয় করিম আয় রহিম শুন দোয়া মেরি।
দিল্‌কো মেরে কর মনোবর দূর হো আঁধেরি॥

নজর মেরি পাপকর জবাঁ কো দে সিরি ;
ফজল্ তেরা রোজ নব্ হো পনাহ্ হামেরি।
হির্স হাওয়া কো কর ফনা,
রুহ কো বক্সতসকীন্ ;
বাসিজলকে মায় কাতাহুঁ ইয়ে আজ সাহেরি ॥ ৮৪৪

অজ্ঞাত।

সংস্কৃত সঙ্গীত।

ঝুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভজ রে সত্যং, জ্ঞানমনন্তং, আনন্দরূপমমৃতং ;
শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
ইহ সপ্ত সাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং,
প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং।
ইহ সপ্ত কুসুম—সপ্ত মালায়াঃ,
কুরু রে কণ্ঠে ধারণং, প্রাণমনোহৃদয়জীবনং,
ভবিতা পুণ্যভবনং ॥ ৮৪৫ অজ্ঞাত।

কেদারা—আড়াঠেকা।

বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতিতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং ॥
গচ্ছদপাদং, বিবেকবিবাদং, পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং, বিরহিতবর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীনং ॥
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং ॥

ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং, নির্গুণপরিচ্ছিন্নং।
বিগতবিকাশং, জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং॥ ৮৪৬

—— রাজা রামমোহন রায়।

দেশ—আড়া।

পরিপূর্ণমানন্দং, অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥ ৮৪৭

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উড়িয়া সঙ্গীত।

দয়াময় হৃদয়সাথী, অধম ডাকুছি শুন্‌ না হঁকি
গর্ভে যেতে বেলে অচেতন কালে,
রহিথিলি মোতে রক্ষা কল কি।
গভরু পতন্তে ভূতল স্পর্শন্তে,
মোহর বদনে শব্দ দেল কি।
দর্শন নিমন্তে, কৃপার সহিতে,
দর্শন-ইন্দ্রিয় দান দেল কি;
স্পর্শাস্বাদ পাই, সকরুণ হোই,
অঙ্গ জিহ্বা দান মোতে দেল কি।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,
দশেন্দ্রিয় দান মোতে দেল কি।
শরীর মধ্যবে অতি কৌতুক করে,
আত্মাসম্পাদাকু রখি অছ কি।

জীবনর পাপ অনেক নিস্পাপ,
তাকু কমিধাকু তুস্তে আজকি।
মুহিঁ হীন জন, মাগুছি শরণ,
ভক্তি দেই, মোতে তারি নেব কি ॥ ৮৪৮

অজ্ঞাত।

গুজরাটী ব্রহ্ম সঙ্গীত।

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত্য উপাস্থঁরে।
অত্যদ্ভুত জগনী রচনা নে, নিরখি নিরখি উল্লাস্থঁরে;
সত্য শুদ্ধ সচরাচর ব্যপক ব্রহ্মপদে হুঁ বিলাস্থঁরে।
বিষয়-বাসনা তুচ্ছ গনিনে চিদঘনমনে অধ্যাস্থঁরে;
রটন ভজন প্রভু ঈশ-গুণ কীর্ত্তন নিশদিন হুঁ অভ্যাস্থঁরে।
যে অপরাধ অগাধ কিধাছে অতিশয় মনে ভিমাস্থঁরে।
ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাস্থঁরে।
পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিনায়ু যমদণ্ডথি নেও ত্রাস্থরে;
পরাৎপর পরলোক বিসে.প্রভু-চরণসমীপে নিবাস্থঁরে ॥ ৮৪৯

ঐ

মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত।

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমিতো তব চরণালা।
ত্যারা চুনিমি সাধন নেণে দুস্তর ভবতারণালা ॥
কৃপাসাগর তুঁ অসশি জগনাথা,
নম্র করি তোঁ মি চরণে তুঝা মাথা।
অসেঁ পাপী মি, পতিত দুরাচারী,
তুঁচি হউনি বা সদয় মলাতারী ॥ ৮৫০

ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে॥
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল;
উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে;
পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়;
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥ * ৮৫১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী॥

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুল না রে মন।
ব্রহ্ম-নামটী বল্ রে রসনা, কথা শোন রে মন
এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায়।
ঐ দেখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন,
কর'ছে বন্ধনেরি আয়োজন॥ ৮৫২ ঐ

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন দয়াল-নাম সাধন হ'লে শমন-ভয় আর র'বে না।
ও রে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হ'বে পার;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কুপথগামী হইও না।
ও রে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কা'র নয়;

* এইটী ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংকীর্ত্তন।

মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না॥ ৮৫৩ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তো'রা কে যাবি রে আয় রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কত কাল আর থাক্‌ব বল ভুলিয়ে হেথায়;
এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে,
এস সবে তাঁ'র পায়, লুটাই।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে তথায়;
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই॥ ৮৫৪

প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁ'রে।
একবার ডাক তাঁ'রে ভক্ত-সঙ্গে ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে (একবার হৃদয় খুলে)।
যদি ভবসিন্ধু পারে যা'বে, ডাক তাঁ'রে ত্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাধে)॥ ৮৫৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে।
প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।
আমি এই মনে আশা করি হে,
তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।
আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি হে,
(ওহে দয়াল প্রভু হে,)
আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি॥ ৮৫৬ অজ্ঞাত।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনে'ছি,
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি;
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তা ত অধম জনা হ'তে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর;
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তা'র দশা এমন কি হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি॥ ৮৫৭

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তো'রা আয় রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তো'দের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥
ভবের মেলায় ধূলখেলায় কাটালে জীবন-রতন।
তো'দের পাপ তাপ দূরে যা'বে সফল হ'বে জীবন॥
তো'দের কাঙ্গাল হেরে রৈতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন॥
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়া'য়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ॥ ৮৫৮

অজ্ঞাত।

মধুর ব্রহ্মনাম তো'রা বল রে পুরবাসীগণ।
একবার হৃদয়ভরে বল রে।
ব্রহ্মনামের গুণে থাক্‌বে না রে ও ভাই শমনের ভয় রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হ'বে বিষয়কাম।
তো'দের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ॥ ৮৫৯ ঐ

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে।
নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে),
প্রভুর নাম রসনে মজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল-নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম লও রে এক বিন্দু।
(ও রে রসনা)
ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ,
শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ (ও রে রসনা)॥ ৮৬০

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বল আনন্দ-বদনে ব্রহ্মনাম, হ'ল নিকটে আনন্দ-ধাম।
হ'ল দুঃখ অবসান,
পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান ;
আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।
দুঃখী তাপী যে থাক,
বদন ভরে সেই পিতায় ডাক, ডাকিয়ে দেখ ;
সিদ্ধ হ'বে হ'বে মনস্কাম।
পিতা পরম দয়াল,
নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল ;
হ'বে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার,
পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার ;
তিনি কভু কারও নহেন বাম॥ ৮৬১

——— কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ্ বিপদ্ আমার দুই সমান ;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি হে।
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি,
তথাপি পা'ব মুক্তি, তোমার উক্তি হে ;
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায়॥ ৮৬২

——— রাধাগোবিন্দ দত্ত।

দয়াল বল জুড়া'ক হিয়া রে। দয়াল বল জুড়াক।
যাতনা সহে না প্রাণে রে। পাপে তাপে প্রাণাকুল রে।
বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।
কারও কথা ভুল না রে, (ভুলা'তে অনেক আছে)।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে।
কেউ সঙ্গে যা'বে না রে। (দয়াল-নাম বিনে)।
নাম বিনে আর কি ধন আছে রে।
(সংসারের মাঝে) জীবনের সম্বল সে নাম রে।
অন্তিম কালের ধন রে।
নামে সকল দুঃখ দূরে যা'বে রে ॥ ৮৬৩

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

মন রে তুই ডাক,
এক বার ডাক রে দয়াল পিতা বলে।
ও তো'র হয় না কেন পাষাণ হৃদয়,
নামের গুণে যা'বে গলে। (দয়াল-নামের গুণে রে)
ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যা'বে ;
স্থান পা'বি তাঁ'র চরণতলে। (আর ভয় নাই নাই রে)
ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।
ও রে অপার সেই ভবসিন্ধু, পার হ'বি রে অবহেলে ॥ ৮৬৪

কুঞ্জবিহারী দেব।

"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ও হে ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
(ইহ পরলোকে হে)

ও হে সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হ'বে হে)
এস ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ও হে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ-মনঃপীড়া আর র'বে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে)
(সব হৃদয় এক হ'বে হে) ॥ ৮৬৫

কুঞ্জবিহারী দেব।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত।
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ। (ত্রাণ পা'ব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে।
(ও হে পতিতপাবন)
প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে।
(ও হে অধমতারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর হে দান।
(ও হে কৃপাময়) ॥ ৮৬৬ ঐ

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক্ রে রসনা ;
যাঁ'রে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হ'বে রে যা'বে পাপ-যন্ত্রণা।
আপন আপন কা'রে রে বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;
ও ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে মিছে খেলা আর খেল না।

রবিসুতে বাঁধবে রে যখন,
কোথায় র'বে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন,
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে,
সাধের সাথি কেউ হ'বে না ॥ ৮৬৭ অজ্ঞাত।

দয়াময় কি মধুর নাম!
আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়া'ল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হ'ল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম ॥ ৮৬৮
ঐ

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হ'বে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত-রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ও হে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে,
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-ভোগ জীবনে।
(সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ও হে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যা'ব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হ'বে) ॥ ৮৬৯

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান।
(প্রেমে হৃদয় সরস হ'বে রে)
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদ-কালে ডেক তাঁ'রে হে, দয়াল পিতা বলে)।
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।
(জয় ব্রহ্ম-জয় বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম।
(প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে) ॥ ৮৭০

—— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

মনোহরসাই।

চঞ্চল অতি ধাওল-মতি, নাথতরে ভব-ভুবনে,
শশী ভাস্কর তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখে'ছ নাকি, আমার হৃদয়নাথে)
হে সুরধনী, সাগরগামিনী,
গতি তব বহু দূরে, (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি,
যাঁ'র তরে আঁখি ঝরে।
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু কোথা সে বন্ধু,
দৃষ্টি তব বহু দূরে।
(গগন-মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরি'ছ নগর, সরসী সাগর,
নাথ মম কোন্ পুরে ? ৮৭১

—— কিশোরিলাল রায়।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়,
দীনের প্রতি কর এক বার করুণা।
পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী,
বড় আশা করি, পড়ে আছি পদতলে দিবা-সর্ব্বরী ;
এক বার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে, যন্ত্রণায় মরি জ্বলে,
আমি এ পাপজীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।